মসজিদে নববি প্রাঙ্গণে একসঙ্গে ইফতার লক্ষাধিক মুসল্লির

সারে-জমিন

পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

রূপসী বাংলা

দেশের প্রেক্ষিতে বাংলা ও বাঙালিরা কেমন আছেন

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া রাজনগরে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৩ মার্চ, ২০২৪
৯ চৈত্র ১৪৩০
১২ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

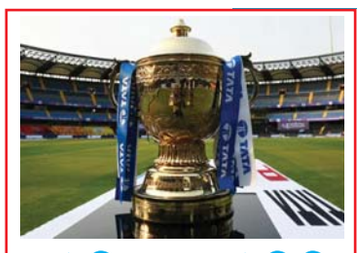

আইপিএলে আইসিসি নিয়মের পরিপন্থী নতুন দুটি নিয়ম

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 81 ■ Daily APONZONE ■ 23 March 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কামাল মওলা মসজিদে সমীক্ষা শুরু এএসআইয়ের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি দল মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত ধর জেলার কামল মওলা মসজিদ কমপ্লেক্সে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। এক ডজনেরও বেশি সদস্যের এএসআই দলটি সকালে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে কমপ্লেক্সে পৌঁছায়।

টিম দুপুর পর্যন্ত কাজ করে, বিকেলে আসরের নামাজের আগেই চলে যায়। শনিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা চালানো হবে। গত ১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এএসআইকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ওই চত্বরে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়ে বলে, এর প্রকৃতি ও চরিত্রকে 'রহস্য উন্মোচন করতে হবে এবং বিভ্রান্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে'।

হিন্দুদের কাছে এটি দেবী বাগদেবীকে (সরস্বতী) উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির, অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য এটি কামাল মওলা মসজিদের স্থান। ২০০৩ সালের একটি চুক্তি অনুসারে, হিন্দুরা মঙ্গলবার পুজো করে এবং মুসলমানরা শুক্রবার নামাজ পড়ে। ধরের পুলিশ সুপার মনোজ কুমার সিং জানিয়েছেন, তিনি এএসআই আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং ধর্ম সংক্রান্ত কাজকর্মের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়

উত্তরপ্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আইন অসাংবিধানিক

আপনজন ডেস্ক: এলাহাবাদ হাইকোর্ট শুক্রবার উত্তরপ্রদেশ বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৪-কে "অসাংবিধানিক" এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেছে এবং রাজ্য সরকারকে বর্তমান শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক স্কুল ব্যবস্থায় জায়গা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি বিবেক চৌধুরি ও বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর ডিভিশন বেঞ্চ অংশুমান সিং রাঠোর নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতে এই আইনকে বহির্ভূত ঘোষণা করে।

আদেশের প্রতিক্রিয়ায় ইউপি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইফতিখার আহমেদ জাভেদ বলেছেন, বোর্ড সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। আমাদের আইনজীবীরা তাদের মামলাটি যথাযথভাবে আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) সিনিয়র সদস্য মৌলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি মাহালি বলেছেন, এই আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা উচিত। আবেদনকারী ইউপি মাদ্রাসা বোর্ডের সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগের পরিবর্তে সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগ দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালনার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

আবেদনকারী এবং তাঁর আইনজীবী জানান, মাদ্রাসা আইন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলি লঙ্ঘন করে, যা সংবিধানের মূল কাঠামো, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মানসম্পন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ২১-এ অনুচ্ছেদের অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে রয়েছে; এবং মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সকল শিশুকে সার্বজনীন ও মানসম্পন্ন বিদ্যালয় শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

তাঁদের দাবি, "এভাবে মাদ্রাসাগুলির পড়ুয়াদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আবেদনকারীদের বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের আইনজীবী বলেন, কোনও সন্দেহ নেই মাদ্রাসা বোর্ড ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় নির্দেশও দিচ্ছে, তবে ভারতের সংবিধানের অধীনে এই জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রাজ্যের রয়েছে এবং যথাযথভাবে এই জাতীয় শিক্ষার অনুমতি দিচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান নিষিদ্ধ বা অবৈধ নয়। এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি পৃথক বোর্ড অপরিহার্য, যার মধ্যে এই বিশেষ ধর্মের সদস্য থাকা দরকার। উত্তরপ্রদেশে প্রায় ২৫,০০০ মাদ্রাসা রয়েছে, যার মধ্যে ১৬,৫০০ উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দ্বারা স্বীকৃত। এর মধ্যে ৫৬০টি মাদ্রাসা সরকার থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। এ ছাড়া রাজ্যে সাড়ে আট হাজার স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা রয়েছে।

হাইকোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জাভেদ পিটিআইকে বলেছেন, তাঁর আইনজীবী সম্ভবত আদালতে সঠিকভাবে তাঁদের মামলা উপস্থাপন করতে পারেননি।

জাভেদ বলেন, হাইকোর্টের এই আদেশ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। মাদ্রাসা শিক্ষা আইন বাতিল হলে সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেকার হয়ে পড়বেন।

২০০৪ সালে সরকার নিজেই মাদ্রাসা শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে। একইভাবে রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদও গঠন করা হয়েছে। উভয় বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল আরবি, ফার্সি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রচার করা।

হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে জাভেদ বলেন, "এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের, কারণ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। এআইএমপিএলবি-র সদস্য ফারঙ্গি মাহালি বলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো উচিত।

তিনি বলেন, সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মতোই মুসলিম সম্প্রদায় সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। মাদ্রাসায়ও আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যদি মাদ্রাসা শিক্ষা আইন নিজেই বিলুপ্ত করা হয়, তবে রাজ্যের কয়েকশো মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেকার হয়ে পড়বেন এবং সেগুলিতে পড়াশোনা করা শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে।

ফারাঙ্গি মাহালি বলেন, এটি খুব কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে, তাই এই আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

কেজরিকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আবগারি (মদ) কেলেঙ্কারির ঘটনায় আপাতত ইডির হেফাজতে থাকতে হচ্ছে। রাউস অ্যাভিনিউতে সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক কাবেরী বাওয়েজা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে কেজরিওয়ালকে 'নাটের গুরু' বলে অভিহিত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সিবিআই বিশেষ আদালতে কেজরিওয়ালকে ১০ দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানায় ইডি। তাদের ভাষ্য, কেজরিওয়ালই এই আর্থিক কেলেঙ্কারির মূল ষড়যন্ত্রকারী। এখান থেকে পাওয়া ঘুষের টাকা তাঁর দল পাঞ্জাব ও গোয়া নির্বাচনে খরচ করেছে।

বিকেল পাঁচটায় শুনানি শেষ হলেও বিচারক রায় স্থগিত রাখেন। রাত সাড়ে আটটায় তিনি জানান, ইডির দাবি মেনে কেজরিওয়ালকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত তাদের হেফাজতে থাকতে হবে। শুক্রবার আদালতে যাওয়ার সময় কেজরিওয়াল বলেন, 'আমার জীবন দেশের জন্য নিবেদিত। জেল হলেও সেখান থেকে আমি দেশের জন্য কাজ করে যাব।'

কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা এর আগে কখনো রাজনৈতিক বিবৃতি দেননি। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি 'এক্স' হ্যান্ডলে লেখেন, 'তিনবারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে মোদিজি গ্রেফতার করালেন ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে। সবাইকে তিনি দুমড়েমুচড়ে দিতে চাইছেন। দিল্লির জনগণের সঙ্গে এটা বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁর জীবন দেশের জন্য সমর্পিত। জনতা সব জানে। জয় হিন্দ।' ভোটের আগে তাঁকে যে গ্রেফতার করা হবে—সেই শঙ্কা কেজরিওয়াল অনেক দিন থেকেই করছিলেন। নিজে বারবার সেই আশঙ্কার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েও ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভোটের আগে বিজেপির সরকার তাঁকে জেলে পুরতে চাইছে যাতে তাদের জয় মসৃণ হয়। আশঙ্কা সত্যি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দলের কর্মী ও সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেন। শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁরা বিজেপির সদর দপ্তরের সামনে জমায়েত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাতে বাধা দেয় দিল্লি পুলিশ। রাজধানীতে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। গ্রেফতার করা হয় মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজসহ বহু নেতা-কর্মীকে। প্রস্তুত রাখা হয় দাঙ্গারোধ বাহিনীকে। কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি (আপ) জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিজেপি দপ্তরের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখাবে। কেজরিওয়াল দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে গ্রেফতার করা হলো। আপ ঠিক করেছে, জেলে পাঠানো হলেও কেজরিওয়ালই থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নামেই রাজ্য শাসিত হবে। অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বৃহস্পতিবারই জানিয়ে দেন, কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী আছেন। থাকবেনও। দরকার হলে জেল থেকেই তিনি রাজ্য শাসন করবেন। তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি। কাজেই বাধা নেই। একই কথা বলেছেন দিল্লির পরিবহনমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট।

শুক্রবার তিনি বলেন, 'যেখানেই থাকুন সরকার কেজরিওয়ালই চালাবেন। কোথাও লেখা নেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।' আবগারি (মদ) নীতি সম্পর্কিত দুর্নীতি মামলায় আম আদমি পার্টির (আপ) আহ্বায়ক কেজরিওয়ালকে ইডি মোট ৯ বার সমন জারি করেছিল। কিন্তু তিনি একবারও হাজিরা দেননি। শেষবার সমন পাঠানো হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার। সেদিনও তাঁকে ইডি দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু হাজির না হয়ে কেজরিওয়াল দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন রক্ষাকবচ পাওয়ার আশায়।

হাইকোর্ট তা না দেওয়ায় রাতেই তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) গ্রেফতার করা হয়। এই মামলাতেই গ্রেফতার হয়েছেন কেজরিওয়ালের সতীর্থ সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী নেতা মনীশ সিসোদিয়া ও এএপির রাজ্যসভা সদস্য সঞ্জয় সিং। গত সপ্তাহে গ্রেফতার করা হয় তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) নেত্রী কে কবিতাকেও।

শুক্রবার আদালতে ইডির হয়ে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু বলেন, পিএমএলএর নির্দিষ্ট ধারা মেনেই কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি এই অপরাধের সঙ্গে সরাসরি শুধু যুক্তই নন, তিনিই নাটের গুরু।

কাটোয়ার জনসভায় বিজেপিকে বাংলা থেকে উৎখাত করার ডাক অভিষেকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● কাটোয়া

আপনজন: ২০২৪ এর লোকসভার নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হতেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাদের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করানোর জন্য। শুক্রবার কাটোয়া শহরের কাটোয়া স্টেডিয়ামে হল তৃণমূলের জনগর্জন সভা। এই সভা থেকে পরিযায়ী বিজেপিকে বাংলা থেকে উৎখাত করার ও বিসর্জন দেওয়ার হুংকার দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস যা প্রতিশ্রুতি দেয় সে প্রতিশ্রুতি পালন করে। আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলায় এসে যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা তা একটাও পূরণ করেনি। তিনি ভিডিও গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন । মোদী এবং অমিত শাহ রা ডেলি প্যাসেঞ্জারের মত ভোটের সময় আসেন আর প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি পালন করেন না। অভিষেক আরও বলেন, বকেয়া আদায়ে তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দিল্লিতে ধর্নায় বসা হয়েছিল কেন্দ্র থেকে টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু সে টাকা কেন্দ্র দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১০০ দিনের কাজের এই ৫৯ লক্ষ লোকের একাউন্টে মমতা ব্যানার্জি সরকার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। গত দশ বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধু মানুষ ঠকানোর কাজ করে গেছে, ৪০০ টাকার গ্যাস বর্তমানে ১১০০ টাকা , ১৯ টাকার কেরোসিন বর্তমানে ৭০ টাকা, ১০০ টাকার চা-পাতা বর্তমানে ২৭০ টাকা ,৩ টাকার ডিম বর্তমানে ৬ টাকা ,৪০ টাকার ডাল বর্তমানে ৮০ টাকা । দ্রব্যমূল্যের কারণে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। এই ১১০০ টাকার গ্যাসে মমতা ব্যানার্জির দেয়া বিনা পয়সায় চাল ফুটছে। মমতা ব্যানার্জি আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবেন তিনি লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ক্ষমতা পেলে তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ মমতা ব্যানার্জি সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেবে ।কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ,সবুজ সাথী ,স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ,কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সমস্ত কিছুই শেষ করে দেবে। মমতা ব্যানার্জির প্রতিশ্রুতি দেন তা পালন করেন ।কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিটি পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ও বছরের ২ কোটি বেকারের চাকরি দেবেন । তিনি একটাও প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। কিছুদিন আগে তিনি শিলিগুড়িতে বলেছিলেন ৪৫ হাজার কোটি টাকা তিনি পাঠিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন একাউন্টে সে টাকা এসে পৌঁছায়নি। বিজেপির কোন নেতা এ টাকা এসেছে প্রমাণ করতে পারলে তিনি তৃণমূলের হয়ে কোনো সভা-সমাবেশ করবেন না বলে চ্যালেঞ্জ দেন। তার চ্যালেঞ্জ কেউ একসেপ্ট করেননি। ২০১৭-১৮ সালের তালিকায় বাড়ি তৈরির জন্য কোনো টাকা কেন্দ্র পাঠানি তার কারণ রাজ্যে বিধানসভায় বিজেপির পরাজয়। হারার পর এক টাকাও পাঠাননি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। আমরা মোদীজিকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তিনি সি এ এ এর কাগজ চাইছেন আর নিজেদের কোন কাগজ নেই। তিন বছর আগে বর্ধমান এসেছিলেন মোদীজি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারপরে কোন বিজেপির নেতাদের বর্ধমানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাটোয়া স্টেডিয়ামে অভিষেক ব্যানার্জীর সভায় পূর্ব বর্ধমানের সমস্ত বিধায়কতাই উপস্থিত হয়েছিলেন।

বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডক্টর শর্মিলা সরকার উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেক বলেন এখানকার মানুষের চাহিদা ছিল একজন ভালো প্রার্থী দেওয়ার জন্য ডঃ শর্মিলা ঠাকুর একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ভদ্র নম্র মানুষ তাকে জয়যুক্ত করুন তিনি এলাকা উন্নয়নে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অভিষেক ব্যানার্জি বলেন তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন তা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। বাংলা থেকে পরিযায়ী বিজেপিকে উৎখাত করতে হবে তাহলে আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জির জনকল্যাণমুখে সমস্ত প্রকল্প ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনারাই ঠিক করুন মোদির গ্যারান্টি না দিদির গ্যারান্টি।

প্রজ্ঞা ঠাকুরের জামিনযোগ্য পরোয়ানার আর্জি বাতিল

আপনজন ডেস্ক: ভোপালের বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের আদালতে হাজির হওয়ার পর শুক্রবার মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালত প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিরুদ্ধে জারি করা জামিনযোগ্য পরোয়ানা বাতিল করে দেয়। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত প্রজ্ঞা ঠাকুরের বিরুদ্ধে ১১ মার্চ আদালত ১০ হাজার টাকার জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও আদালতে হাজির না হওয়ার জন্য।

বিশেষ বিচারক এ কে লাহোটি সেই সময় প্রজ্ঞা ঠাকুরকে ২০ মার্চ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি, দাবি করেছিলেন যে তিনি মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ২০ মার্চ আদালত হাসপাতাল থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত পরোয়ানা কার্যকরের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। শুক্রবার প্রজ্ঞা ঠাকুর বিশেষ আদালতে হাজির হয়ে জামিনযোগ্য পরোয়ানা বাতিলের জন্য তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন করেন। আদালত তার মেডিকেল কাগজপত্র দেখে পরোয়ানা বাতিল করে দেয়।

উমরাহ ২০২৪

আস-সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

একটি বিশ্বস্থ হজ্জ ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ তোফাইল আহমেদ

আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা

Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু

- Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)। প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
- Ziyarat: মক্কা-মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
- Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।

উমরাহ মাত্র ₹ 90,000/-

Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102

শীঘ্রই বুকিং করুন

ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

প্রথম নজর

সেতুর দাবিতে লড়াই করবেন এসইউসিআই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার তপঃ লোকসভা আসনের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে শুরু করেছে। শুক্রবার বিশাল মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন এস ইউ সি আই দলের কোচবিহার আসনের প্রার্থী আইনজীবী দিলীপ চন্দ্র বর্মন। মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষেপে রয়েছে। প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। যদি নির্বাচনে জয়লাভ করি তাহলে কোচবিহারের জ্বলন্ত সমস্যা ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর জন্য লড়াই করব । নির্বাচনে কোচবিহারের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটের দাবিকে সামনে রেখে ভোটের ময়দানে লড়াই করবো। এস ইউ সি আই এর তরফে কোচবিহার শহরের রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ার থেকে এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে মনোনয়নপত্র দাখিল করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শিশির সরকার, নৃপেন কার্য্যী, অসিত দে, নেপাল মিত্র, নাজমা খন্দকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেই সঙ্গে একই দিনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী যথাক্রমে দিলীপ চন্দ্র বর্মন ও চন্দন ওরাওঁ - এর সমর্থনে আজ কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে দুই লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ সভায় আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য সৌমেন বোস।

আপনজন: শুক্রবার বিকেলে কলকাতা হাডকো মোড় সংলগ্ন বিধান শিশু উদ্যানে হাজারের কাছাকাছি ব্যক্তিদের কোলাহলে মহাসমারোহে পালিত হল বসন্তোৎসব। এতে বহু মানুষ শিশু অংশ নেয়। বসন্তোৎসবে আনন্দমুখর ছিল গোটা এলাকা। ছবি: সম্প্রীতি মোল্লা

ডিটেনশন ক্যাম্পকে গুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি প্রসূনের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পীরের মাজার থেকে বেরিয়ে বিজেপি সরকারের তৈরি ডিটেনশন ক্যাম্পকে গুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের চাঁচল বিধানসভার রশিদাবাদ ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচারে এসে বিজেপি সরকারের তৈরি ডিটেনশন ক্যাম্পকে হিটলারের গ্যাস চেম্বারের সঙ্গে তুলনা করার পাশাপাশি গুড়িয়ে দেওয়ার নিদান দিলেন তিনি। প্রসূন বলেন 'মোদি ও অমিত শাহ দিল্লিতে বসে জমিদারি করছে। সিএএ কালা আইন লাগু করেছে। বাংলার মানুষ তাঁদের কথায় উঠবোস করবে এটা আমরা কখনো হতে দেব না,কথা দিলাম।' অপরদিকে উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু বলেন 'তৃণমূল আগে যেভাবে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আসছিল ঠিক সেইভাবে ভোটের আগে আবার মানুষকে ভুল বোঝাতে শুরু করেছে। তৃণমূল মিথ্যা কথা রটিয়ে সাধারণত মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করছে।
এদিন মালদা জেলা পরিষদের সদস্যা মর্জিনা খাতুন ও জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে চন্ডিপুর হাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয় প্রসূনের ভোট প্রচার যাত্রা। চান্ডিপুর রাঁধা গোবিন্দ মন্দির ও পীরের মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করেন। এর পর চা দোকানদার থেকে শুরু করে মুদি ও সবজি দোকানদারদের সঙ্গে করমর্দন করে ভোট প্রচারে ঝড় তুলেন। ১০০ শতাংশ জয়ের আশা নিয়ে এলাকার সর্বসাধারণের সঙ্গে কথা বলেন। প্রসূন আরো বলেন ,সাংসদের ভিতরে ও সাংসদের বাইরে চোখ চোখ রেখে কথা বলতে হবে। জমিদার মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে হবে।'
উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাক আলম বলেন 'রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা ছিল বিজেপির কালা আইন ও ও স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে।মদি ও দিদি হচ্ছে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।মানুষ এবার কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।'

নবাবি কেল্লায় নির্বাচনী প্রচার ইফতার মজলিশে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইফতার মাহফিল কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান।
শুক্রবার মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল কর্মসূচির আয়োজন করা হয় কেল্লা নিজামতের দক্ষিণ দরজা সংলগ্ন মাঠে। ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ তথা ২০২৪ এর তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান, মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূলের সভাপতি তথা পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা, সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে। নবাবী কেল্লায় বসে ইফতারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহরে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন আবু তাহের খান।

ইফতার মজলিশে তৃণমূল প্রার্থী কাকলিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: রোজাদারদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে যেমন ইফতার মজলিশের আয়োজন করেছিল অন্যদিকে সেই ইফতার মজলিশ থেকে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এদিন ওই ইফতার মজলিশে ইফতারের প্রাক মুহূর্তে রোজাদারদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গার সোহাই বাজারে কুমারপুর পরশমনি শিক্ষা বিতান প্রাঙ্গণে সোহাই শ্বেতপুর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা মফিদুল হক সাহাজি (মিন্টু) ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ওজিদুল হক সাহাজির (রিঙ্কু) তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দাওয়াত-এ-ইফতার মজলিশ ও আলোচনা সভায় এমনটাই চিত্র দেখা যায়।

ইফতার মজলিশ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার সময় ডা: কাকলি ঘোষ দস্তিদার সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বলেন, আপনারা সকলে দোয়া করুন আমরা যেন সবাই ভালো থাকি। ভাই ভাই যেন সকলে মিলে একত্রিত থাকতে পারি। বর্তমানে দেশে যেভাবে ধর্মীয় সহিংসতার ঘটনা ঘটছে তা ইঙ্গিত করেই কাকলি বলেন, যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই রকম ঘটনা কিন্তু আমরা দেখতে চাই না। সকলে দোয়া করুন সবাই যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে।' মফিদুল হক সাহাজি ওজিদুল হক সাহাজিদের কথায়, ইফতার মজলিশের মাধ্যমে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি, ইফতার মজলিশ একদিকে যেমন সম্প্রীতির বার্তা দেয় তেমনি আমাদেরকে একতাবদ্ধ করে। পাশাপাশি এ দিন স্বৈরাচারী, বাংলা বিরোধী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী নেত্রী বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার চতুর্থ বারের জন্য যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাচিত হতে পারে সেজন্য ইফতার মজলিশের মাধ্যমে দোয়া করা হয়েছে। আমদের আশা গতবারের থেকে এবার অনেক বেশি ভোটে আমাদের নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার জয়ী হবেন।

পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। মূলত গ্রামের মহিলারা এদিন জলের বালতি, কলস ও অন্যান্য জল ধরার সামগ্রী নিয়ে পথ অবরোধে শামিল হন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনাহার এলাকার ঘটনা।
জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ১১ ট নাগাদ মদনাহার এলাকার মহিলারা পানীয় জলের দাবিতে তপন-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনায় আটকে পড়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে যান চলাচল। গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকেই পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা। এলাকায় থাকা নলকূপ দিয়ে কোনরকম জল উঠছে না।
একমাত্র সাবমারসিবল টি দিয়ে কোনরকমে জলের চাহিদা মেটানো হলেও বর্তমানে সেটি অকেজো হয়ে রয়েছে। এর ফলে জলের জন্য বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। এর ফলেই এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখা থাকেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তপন থানার পুলিশ।
এ বিষয়ে পথ অবরোধের শামিল এক মহিলা জানেন, 'সৌর বিদ্যুৎ চালিত পরিশ্রুত পানীয় জলের মেশিনটি বিকল হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে মার্ক-টু গুলি থেকে কোনরকম জল উঠছে না। প্রতিবছর এইসময় এই জলের সমস্যায় ভুগতে হয় আমাদের। জেলা প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি আমাদের এলাকায় জলের ব্যবস্থা করে দেয়া হোক। না হলে আমাদের এই অবরোধ চলতে থাকবে।'

খাবারে ডিম না দেওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকাকে তালাবন্দি করা হল

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: জাতি ধর্মের আঁচ। সেই সঙ্গে মিড ডে মিলের পুষ্টি কর খাবার থেকে বঞ্চিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা। শুক্রবার সকালে এমন অভিযোগে শিক্ষিকাকে দীর্ঘক্ষণ তালা বন্দি করে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবক ও গর্ভবতী মায়েরা। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নং ব্লকের বারা মণ্ডল পাড়ার ৮৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ী সাব সেন্টারে। বিক্ষোভকারী মৌসুমী আক্তার সহ স্থানীয়দের অভিযোগ সাব সেন্টারের শিক্ষিকা মাধবী দাস নিয়মিত সেন্টারে আসেন না। সাব সেন্টারে আসলেও ডিম থেকে বঞ্চিত করে নিম্ন মানের খাবার দেন। ওই শিক্ষিকার কাছে ছেলে মেয়েরা গেলে তাদের ছোঁয়াও নেন না। এমনই অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা ওই শিক্ষিকাকে তালা বন্দী করে লাগাতার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তালা বন্দী শিক্ষিকাকে ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করেন। সাব সেন্টারের শিক্ষিকা মাধবী দাস বলেন, আমার নামে যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা মিথ্যে। কারণ আমি সিডুল্ড কাস্ট। বাচ্ছা জন্মালে আমি সেই বাচ্চার নাড়ি কাটতেও পারি। সে দক্ষতাও আছে। সেন্টারে নিয়মিত খাবারও পরিবেশন করা হয়।

রহাতপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী নিবাস সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নের একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গ হতে চলেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনায় অবস্থিত রাহাতপুর হাই মাদ্রাসায়, কারণ রাহাতপুর হাই মাদ্রাসায় ছাত্রী নিবাস দীর্ঘ বছর ধরে সংস্কারের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এতে দূর-দুরান্ত থেকে আসা ছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছে বলে জানা যায়। এই নিবাসটি ২০১৪ সালে উদ্বোধন করা হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান জানান, প্রথম একটা বছর মেয়েরা নিজেরাই খরচ চালিয়েছে, কিন্তু সেই সময় স্টাফ ও মেনটেনেন্স বাবদ ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বকেয়া পড়ে যায়, ২০১৬ সালের সেই টাকা এখন পর্যন্ত পায় নাই বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন সাইদুর বাবু। এরপর কোভিডের সময় থেকে ওই ছাত্রী নিবাসটি আর চালু হয়নি। মেয়েদের জন্য চালু হয়েছিল। প্রতি বছর ভালো সংখ্যক ছাত্রী এই নিবাসে থেকে পড়াশোনা করতেন। এছাড়া তিনি জানান, বহুবার এই ছাত্রী নিবাস চালু হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু এখনও তার কোনো সদুত্তর পাইনি। সরকারের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে হানা দিল ইডি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সাতসকালে এবার রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘিরে ফেলেছে মন্ত্রীর বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়ি। সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের স্বার্থেই এই হানা। অনুব্রত মণ্ডলের এলাকারই বাসিন্দা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বোলপুরের নিচুপট্টিতে কেষ্টর বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকেন এই মন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় উঠে আসছিল রাজ্যের এই মন্ত্রীর নাম। ২ বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে তলবও করে। তিনি হাজিরাও দিয়েছিলেন বলে খবর। এরই মাঝে শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ বেশ কয়েকটি গাড়িতে ইডি আধিকারিকরা পৌঁছে যান চন্দ্রনাথ সিনহার নিচুপট্টি এলাকার বাড়িতে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন তার বাড়ি। সূত্রের খবর, ইডি আধিকারিকরা নিচুপট্টির বাড়িতে গেলেও সেখানে নেই মন্ত্রী চন্দ্রনাথ। তিনি রয়েছেন মুরারইয়ের বাড়িতে। বর্তমানে নিচুপট্টির বাড়িতে রয়েছেন মন্ত্রীর স্ত্রী ও দুই ছেলে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ গ্রামের বাড়ি থেকে বোলপুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং বোলপুর বাড়ি এসে পৌঁছান। সেখানে ই ডি আধিকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। প্রায় ১৩ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একাধিক নথি সংগ্রহ করা হয় এবং মোবাইল ফোন সিজ করা হয় বলে জানা যায় সূত্র মারফত।

প্রচারে নেমেই উন্নয়নের শপথ নিলেন রচনা

জিয়াউল হক ● সপ্তগ্রাম

আপনজন: শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ সপ্তগ্রাম বিধানসভার সিনেট বিশালক্ষী মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন হুগলি লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আগের সাংসদকে পাঁচ বছরে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমি সংসদ হলে মানুষ সব সময় পাশে পাবে আমাকে। তিনি বলেন, আমি গর্বিত আমাকে হুগলিতে টিকিট দেওয়া হয়েছে। রচনাকে দেখার জন্য ৮ থেকে ৮০ সকলেই ভিড় করছে রাস্তা থেকে মাঠে-ঘাটে সর্বত্র। নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেভাবে দিদি নাস্বার ওয়ান জিতলে মানুষকে পুরস্কৃত করা হতো, আমি যদি লোকসভা জিতি তাহলে হুগলির মানুষকে আমিও পুরস্কৃত করব। পুরস্কার হবে উন্নয়ন সাধারণ মানুষের পাশে থাকা ও সাধারণ মানুষকে ভালো রাখা। হুগলির উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনীতির ময়দানে আগামী দিনে দেখা যাবে কে কতটা খাঁটি রাজনীতিবিদ।

রানাঘাটে পদযাত্রায় প্রচার তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনির

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। শুক্রবার নদিয়ার চাকদা বিধানসভার সিলিন্দা বেলে বাজার থেকে শুরু করে সংলগ্ন বেশ কয়েকটি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করলেন মুকুটমনি অধিকারী। সাথে ছিলেন তৃণমূলের অসংখ্য কর্মী সমর্থক। যদিও প্রার্থী মুকুট মনি অধিকারী কে কাছে পেয়ে আপ্লুত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মীর সমর্থকরা। তবে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বাঁচতেই প্রচারের ক্ষেত্রে কোন অংশে পিছিয়ে নেই রাজ্যের শাসক দল থেকে শুরু করে বিরোধীরা। দিনরাত এক করে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেই। তবে মুকুটমনি অধিকারী তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকে জোর কদমে তিনি প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। সকাল থেকে শুরু করে মধ্যরাত পন্ত একদিকে যেমন তিনি প্রচার করছেন, অন্যদিকে করছেন জনসংযোগ, পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে তিনি অবিরাম কর্মী বৈঠক করে যাচ্ছেন। যদিও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানে একদিকে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে বিজেপি। তবে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে এখনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে। এখন দেখার বিগত লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে জয়যুক্ত বিজেপির সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে কতটা টেক্কা দিতে পারে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। অন্যদিকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন নিঃশর্তে নাগরিকত্বের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উলুবেড়িয়ার স্কুলে 'বৃক্ষসখা জন্মমাস'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শুক্রবার উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের হাটগাছা ১অঞ্চলের বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'বৃক্ষসখা জন্মমাস' পালিত হল শিশুদের বন্ধু গাছকে সামাজিক বার্তা লেখা রাখি পরিয়ে। এিদিনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো ছিল - জল সংরক্ষণ,জল অপচয় রোধ ও জল দূষণ সম্পর্কে জন মানসে সচেততামূলক প্রভাতফেরী,বিশ্ব জলদিবস নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্লোগান প্রতিযোগিতা, বিশ্ব জল দিবস নিয়ে শিশুমনের ধারণা আলোচনা বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ কনটেস্ট প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, হাটগাছা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সন্মানীয়া শিবানী মণ্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য দেলোয়ার থান্ডার, জলবন্ধু আনন্দ প্রামাণিক, অময় দাস প্রমুখ ।

সাপের কামড়ে মৃত্যু ৯ বছরের শিশুকন্যার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্দাস ব্লকের শালীকন গ্রামের জয়তী রুইদাস বয়স ৯ বছর ৪ মাস বাবার সাথে বাড়ির পাশেই একটি ফাঁকা জায়গায় বসেছিল হঠাৎ করেই একটি বিষধর সাপ এসে ওই শিশু কন্যাকে ছোবল মারে, তড়িঘড়ি ওই শিশু কন্যা পরিবারের লোকজনকে জানায় ঘটনার কথা। প্রত্যন্ত এলাকা তাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি জোগাড় করতে লেট হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে একটি গাড়ি করে তাকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় মৃত্যু হয় ওই শিশু কন্যার। শিশু কন্যার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে ইন্দাস থানার পুলিশ গ্রামে গিয়ে ওই শিশু কন্যার দেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। শুধুমাত্র প্রত্যন্ত এলাকা এবং গাড়ি জোগাড় করতে দেরি হওয়ায় অকালে ঝরে গেলেও একটি শিশু কন্যার প্রাণ। শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইন্দাস থানার পুলিশ ।

বাম প্রার্থীর প্রচার মিছিলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: শুক্রবার সকালে আসন্ন সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে তমলুক কেন্দ্রে সিপিআই (এম) এর মনোনীত প্রার্থী তথা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জী কর্মীও সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার ও পথসভা করলেন দনীপুর বাজারে। এবং দনীপুর বাজার থেকে অমৃতবেড়িয়া গোপালগঞ্জ বাজার পর্যন্ত গ্রামের ভিতর দিয়ে মিছিল করে হেঁটেন। গ্রামের ভিতর দিয়ে মিছিলের মধ্যে হেঁটে আসার সময় সায়ন ব্যানার্জিকে লক্ষ্য করে রাস্তার দু'ধারে মহিলা ভোটারা ফুল ছুড়ে অভ্যর্থনা জানায়, এদিনের সায়ন ব্যানার্জীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অনেক প্রবীণ সিপিএম কর্মীকে মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়।

প্রথম নজর

স্টুডেন্ট ভিসার নিয়ম আরও কঠোর করছে অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কঠোর ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটিতে অভিবাসীদের সংখ্যা রেকর্ডসংখ্যক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছে দেশটি। আগামী শনিবার থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় কড়াকড়ি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৮০০। যেখানে জুন মাসে ছিল ৫ লাখ ১৮ হাজার।

স্টুডেন্ট ও গ্র্যাজুয়েট ভিসার জন্য ইংরেজি ভাষায় আরো বেশি দক্ষতার প্রয়োজন পড়বে। নিয়ম ভাঙলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত করারও ক্ষমতা পাবে অস্ট্রেলীয় সরকার।

অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও'নিল এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এ সপ্তাহের শেষে আমাদের এ পদক্ষেপ অভিবাসনের মাত্রা কমিয়ে আনবে।

সেই সঙ্গে অভিবাসন কৌশলে ভেঙে পড়া ব্যবস্থা ঠিক করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতিও পূরণ হবে।' প্রাথমিকভাবে যেসব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা অস্ট্রেলিয়ায় কাজ করার জন্য যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা নিতে একটি নতুন 'প্রকৃত শিক্ষার্থী যাচাই' ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ ছাড়া ভিজিট ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশকারীদের জন্য আরো বেশি সংখ্যায় 'আর থাকা যাবে না' (নো ফারদার স্টে) শর্ত আরোপ করা হবে।

করোনাভাইরাস মহামারির সময় স্টুডেন্ট ভিসায় ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থী বা অভিবাসী অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেননি।

এতে স্থানীয় ব্যবসায় কর্মী সংকট দেখা দেয়। ফলে ২০২২ সালে ভিসা সহজ করে অস্ট্রেলিয়া। ফলে অভিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। তবে বর্তমান সরকার অভিবাসীদের স্রোতে লাগাম টানতে চায়।

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় ৬ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

শুক্রবার (২২ মার্চ) এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। তবে ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি এবং সুনামিরও কোনো আশঙ্কা নেই।

ইন্দোনেশিয়ার জিওফিজিকস এজেন্সি (বিকেএমজি) জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের তীরে ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) গভীরতায় ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে।

বিকেএমজি আরো জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব জাভা প্রদেশের তুবান থেকে ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে। পূর্ব জাভার রাজধানী সুরাবায়া এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শহরগুলোতে এই কম্পন তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে।

মসজিদে নববি প্রাঙ্গণে একসঙ্গে ইফতার লক্ষাধিক মুসল্লির

আপনজন ডেস্ক: রমজান মাসে পবিত্র মসজিদে নববীতে লাখ লাখ মানুষ ইফতার করেন। ইসলামের দ্বিতীয় সম্মানিত এই স্থানে প্রতিদিন দুই লাখ ৩৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে ইফতারি বিতরণ করা হয়। মসজিদের এক লাখ মিটারের বেশি দীর্ঘ স্থানজুড়ে এসব খাবার দেওয়া হয়। ইফতারের অংশ হিসেবে সবার জন্য ১০ লাখের বেশি খেজুর বরাদ্দ থাকে।

এর মধ্যে জনপ্রতি তিন থেকে পাঁচটি খেজুর পেয়ে থাকে।

সৌদি সংবাদমাধ্যম আল-ওয়াতান সূত্রে গালফ নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। মসজিদে নববীর তত্ত্বাবধানকারী সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংস্থা জেনারেল অথরিটির তত্ত্বাবধানে পবিত্র এই মসজিদে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতারির আয়োজন করা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণে মাগরিবের নামাজের আগমুহূর্তে মাত্র এক মিনিটে এসব খাবারের দস্তরখান বিছানো হয়। এদিকে ওমরাহ পালন করতে পবিত্র মসজিদুল হারামে অবস্থান করছে লাখ লাখ মুসল্লি। ওমরাহ পালনের অংশ হিসেবে সাফা ও মারওয়া অতিক্রম করতে হয়। রমজানের এই মৌসুমে প্রতি ঘণ্টায় স্থানটি এক লাখ ১৮ হাজার ওমরাহকারী অতিক্রম করছে। হজ ও ওমরাহর কার্যক্রমের মধ্যে সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করা অন্যতম। প্রায় ২.৭ কিমি আয়তনের এ স্থানকে আরবিতে 'মাসআ' বলা হয়। ৩৯৪ মিটার দীর্ঘ ও ৪০ মিটার চওড়া স্থানটি সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। মূলত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী হাজেরা (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে সাঈ করা হয়। ক্ষুধার্ত শিশুসন্তান ইসমাইল (আ.)-এর তৃষ্ণা নিবারণে পানির সন্ধানে মা হাজেরা (আ.) স্থানটি সাতবার দৌড়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করেছে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবে বলে আশা করছে সৌদি আরব। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে।

রমজানের দ্বিতীয় জুমায় আল-আকসায় লক্ষাধিক মুসল্লির নামাজ আদায়

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের দ্বিতীয় জুমায় আল-আকসা মসজিদে শুক্রবার একসঙ্গে নামাজ পড়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার মুসল্লি।

দখলদার ইসরায়েলের নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যাপক বাধা সত্ত্বেও এদিন পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের আল-আকসায় জড়ো হন হাজার হাজার মুসল্লি। ১ লাখ ২০ হাজার মুসল্লির নামাজ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেরুজালেমের ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় চেকপয়েন্ট বসিয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করেছে ইসরায়েল। এছাড়া ওল্ড সিটির উন্মুক্ত গেইটে লোহার ব্যারিকেড বসিয়েছে তারা। ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান হলো আল-আকসা মসজিদ। তবে আল-আকসায় প্রবেশে মুসলিমদের যে একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে সেটি কেড়ে নিতে চায় দখলদার ইসরায়েল। এমনকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও আল-আকসায় ইবাদতের জন্য একমাত্র মুসলিমদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেটির তোয়াক্কা করে না ইসরায়েলি সরকার। পবিত্র রমজান মাসেও যেন মুসল্লিরা যে আল-আকসায় যেতে না পারেন সেজন্য সেখানে প্রবেশের আগে পূর্ব অনুমতির ব্যবস্থা করেছে ইসরায়েল।

এর আগে রমজানের প্রথম জুমায় আল-আকসায় ৮০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করেছিলেন। কিন্তু ওইদিন মসজিদটিতে শুধুমাত্র ৫৫ বছরের উর্ধ্বের পুরুষ এবং ৫০ বছরের উর্ধ্বের নারীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এছাড়া আগে থেকেই অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা দিয়েছিল ইসরায়েল। ফলে বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি প্রথম জুমায় আল-আকসায় প্রবেশ করতে পারেননি।

গত বছরের অক্টোবর গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের দোহাই দিয়ে আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল ইসরায়েল। কিন্তু রমজান মাস আসার পর তারা নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও ইসরায়েলের উগ্রপন্থিমন্ত্রী ইতামার বেন গিভির চেয়েছিলেন রমজানেও যেন আল-আকসায় মুসল্লিদের প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার এ প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ নেতানিয়াহু ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, যদি রমজানেও মুসল্লিদের পবিত্র এ মসজিদে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় তাহলে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে।

পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের সেনাপ্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আইডিএফের চিফ অব স্টাফ লেফট্যানেন্ট জেনারেল হার্জি হালেভি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শুধু তিনিই নন, সেনাবাহিনীতে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি বিশাল অংশও এ সময় পদত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্টের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। ঠিক কী কারণে সেনাপ্রধানসহ এসব সেনা কর্মকর্তা পদত্যাগ করবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা সম্পর্কে অগ্রিম সতর্ক না থাকায় এবং হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার দায় নিয়ে তারা পদ ছাড়তে যাচ্ছেন। গেল বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভেতরে প্রবেশ করে স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক অভিযানকে ইসরায়েলের ইতিহাসের অন্যতম বড় নিরাপত্তা ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে ইসরায়েলি সরকার।

মনে করা হচ্ছে ৭ অক্টোবরের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতা অনুসন্ধানে করা তদন্তের ফলাফল সামনে আসার আগেই দায় স্বীকার করে সরে যেতে চাইছেন এই কর্মকর্তারা। আপাতত যুদ্ধ চলছে তাই সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু যুদ্ধ থামলে কিংবা সুবিধাজনক সময় পেলে এর আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন তারা।

এর আগে হালেভি বলেছেন, গত ৭ অক্টোবর যা হয়েছে তার জন্য তিনিই দায়ী। এরপর থেকে যা হয়েছে এবং যা হবে তিনি একাই তার সব দায় নেবেন। ইসরায়েল এখন যুদ্ধে আছে। তাই সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু বর্তমানে শুধু যুদ্ধের দিকে থাকতে হবে।

ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত ফিলিস্তিনিকে গুলি করে মারল ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতির কাছে ইসরায়েলি রিজার্ভ সেনার গুলিতে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের ওয়াইনেট নিউজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ৬৩ বছর বয়সী ডেভিড বেন আভ্রাহামকে ইসরায়েলি সেনারা তল্লাশির পর গুলি করে হত্যা করে। তার কাছে একটি ছুরি পাওয়া যায়। ছুরিটি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছিল বলে জানা গেছে এবং হত্যার সময় তিনি কাউকে আক্রমণ করার জন্য এটি ব্যবহার করেছিলেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে।

খবর অনুসারে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথেলহেমের দক্ষিণে গুশ এটজিয়ন নামে পরিচিত অবৈধ বসতির কাছে একটি বাস স্টপে এ ঘটনা ঘটে। বেন আভ্রাহাম তার দাদার সম্মানে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তার দাদা ১৯২৯ সালে হেবরনে দাঙ্গার সময় ২৫ জন ইহুদিকে বাঁচিয়েছিলেন।

সামেহ জেইতুনের কাছে জন্মগ্রহণকারী বেন আভ্রাহাম ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাকে বারবার প্রত্যাখ্যান করে।

ওয়াইনেটের খবর অনুসারে, অবশেষে ইসরায়েলি শহর বেনি ব্রাকে একটি প্রোগ্রামে তাকে গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ধর্মান্তরিত হয়ে নিজের নাম পরিবর্তন করেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা-ইউক্রেন বিষয়ে 'দ্বৈত নীতি' পরিহার করতে ইইউর প্রতি জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনকে সমর্থন করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা, ঠিক একইভাবে মারাত্মক খাদ্য ঘাটতিতে থাকা লাখ লাখ ফিলিস্তিনি এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে থাকা গাজার ক্ষেত্রে একই ধরনের মনোভাব প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) ব্রাসেলসে ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত মানদণ্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূল নীতি হচ্ছে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া।

ইইউ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেলের পাশে দাঁড়িয়ে গুতেরেস সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনের মতো গাজাতেও আমাদের অবশ্যই নীতিতে অটল থাকতে হবে।

জাতিসঙ্ঘের খাদ্যবিষয়ক একটি সংস্থা সতর্ক করে বলেছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। এদিকে, ইসরাইল দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাহয় স্থল আক্রমণ শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে, যেখানে অনেক লোক যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে।

২৭ জাতির ইইউ দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে বিভক্ত। ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের বিধ্বংসী হামলা এই বিভক্তির সৃষ্টি করেছে। তবে গাজায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার বেড়ে যাওয়ায় আরো অনেক দেশ যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে সমর্থন করছে।

অন্যদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধকে অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে দেখছে প্রায় পুরো জোট। তারা দেশটিকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সহায়তা করার জন্য শত শত কোটি ইউরো ঢালছে জোটটি।

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকার বলেছেন, 'ফিলিস্তিনের ভয়াবহ সঙ্কট মোকাবিলা ইউরোপের জন্য মোটেও উপযুক্ত সময় ছিল না।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

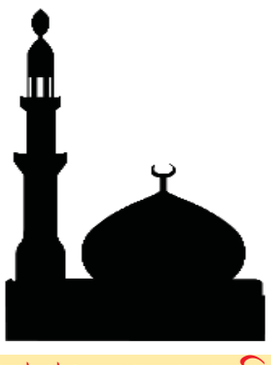

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৫	৫.৩৭
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৫	

মামলার চাপে সম্পত্তি হারাতে পারেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: আগামী নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী হিসেবে ডনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিক আঙিনায় যথেষ্ট সমর্থন পেলেও তিনি নিজের প্রচার অভিযানের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন না। তার উপর একাধিক মামলায় জর্জরিত প্রার্থী হিসেবে তাকে বিশাল অংকের জরিমানা দিতে হচ্ছে। সোমবারের মধ্যে আদালতে প্রায় ৫০ কোটি ডলার অংকের বন্ড পেশ করতে না পারলে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সম্পত্তির একাংশ জব্দ করা হতে পারে।

আফগানিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত বেড়ে ২১

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দাহারে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত বেড়ে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত লোক।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) শহরটির একটি ব্যাংকের বাইরে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। কান্দাহারে তালেবানের রাজনৈতিক সদরদফতর অবস্থিত।

তালেবান কর্তৃপক্ষ বলেছে, সরকার-পরিচালিত নিউ কাবুল ব্যাংক-এর বাইরে লোকজন তাদের বেতন নেয়ার জন্য সমবেত হওয়ার সময় এক আত্মঘাতী ব্যক্তি তার শরীরে বাঁধা বোমায় বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, আহতদের একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর ভাবে আহত হন।

তালেবানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কাবুলে বলেন, এই আক্রমণের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামি স্টেট (আইএস) হামলার দায় স্বীকার করেছে। খবর অনুসারে, তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুনজাদা কান্দাহারে বাস করেন। তিনি সেখান থেকেই কার্যত শাসন পরিচালনা করেন। সেখানেই তার এই গোষ্ঠীর জন্ম। কান্দাহার থেকে আখুনজাদার নিয়মিত পাঠানো নির্দেশগুলো কাবুলের তালেবান সরকার বাস্তবায়ন করে। আখুনজাদা নিজে কান্দাহারের বাইরে তেমন একটা যান না।

বেতন নেবেন না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা

আপনজন ডেস্ক: দেশের আর্থিক সংকটের কথা চিন্তা করে সরকারি বেতন না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা। বুধবার (২০ মার্চ) সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয় পাক মন্ত্রিসভা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দফতর। বলা হচ্ছে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এদিকে পাকিস্তানে সরকারি খরচে সরকারি কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া তাদের বিদেশ না যেতেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মূলত আর্থিক সংকট থাকায় সরকারি সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটির সরকার। পাকিস্তানে সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে নতুন ঋণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সদস্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাসিক ৮ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫০ রুপি বেতন নিতেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা, ৯ চৈত্র ১৪৩০, ১২ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

চোরের মা!

কথায় আছে–'চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।' প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির 'উৎস' অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত 'বড় গলাওয়ালা মা।' এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে 'বড় গলাওয়ালা মা' বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–'চোরের মায়ের বড় গলা'। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'তে প্রকাশিত 'সন্দেহের কারণ' কাপলেট হইতে। তাহা হইল–'কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।' আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। 'চোরের মায়ের বড় গলা' ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'চোরের সাক্ষী মাতাল', 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর', 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ', 'চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা', 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে 'চোর'দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–'সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।' জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–'যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।' আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–'প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।' আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–'চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।' চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–'একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।' ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–'যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।' অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–'একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।'

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু 'চোরের মায়ের বড় গলা' প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–'ঐ যে একটি চোরের মা!' আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য 'জিরাফ' ঘুরিয়া বেড়ায়।

দেশের প্রেক্ষিতে বাংলা ও বাঙালিরা কেমন আছেন

কয়েক বছরে উন্নয়নের স্লোগান ও পোস্টার চারদিকে ছেয়ে গেছে। যেখানে তাকাও উন্নয়ন আর উন্নয়নের পোস্টার ও বিজ্ঞাপন, আবার কেউ বলছে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে প্রচারের তুলনায় জনসাধারণ কেমন আছেন। তা নিয়ে লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল**।

কয়েক বছরে উন্নয়নের স্লোগান ও পোস্টার চারদিকে ছেয়ে গেছে। যেখানে তাকাও উন্নয়ন আর উন্নয়নের পোস্টার ও বিজ্ঞাপন, আবার কেউ বলছে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য করলে মোটেই ভালো নেই জনসাধারণ। একদিকে সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে সম্পদের পরিমাণ দিন দিন কমছে অন্যদিকে রুটির সন্ধানে হন্যে হয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কাজের জন্য ছুটতে হচ্ছে শ্রমিক থেকে শিক্ষিত বেকারদের। কয়েকটি রাজ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে প্রযুক্তি শিক্ষিত যুবক যুবতীরা। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে একদিকে সাধারন মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও অন্নের জন্য যখন সরকারি পরিষেবার উপর নির্ভর করছে সেই সময় বহুলোকের টাকা বিদেশে গুচ্ছিত রয়েছে। এছাড়া বিদেশে গাড়ি, বাড়ি, বাংলা থেকে শুরু করে সবকিছু। দেশের শিক্ষার বেহাল দশা,মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা যখন নিরিখে তখন কিছু সংখ্যক মানুষ গ্যাস অম্বলের চিকিৎসা করাতে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের মতো উন্নত দেশে যাচ্ছে। তারপর নেতা-নেত্রীদের গলার আওয়াজ, পতাকা বাহিনী যুবক-যুবতীদের পেট ভর্তা স্লোগান দেখে আফসোস করা ছাড়া উপায় নাই। যে বেকার কর্মসংস্থান নিয়ে দিনের পর দিন অনশন করে, তার বাবা, মা, ভাই, বোন, পরিবার-পরিজন সেই সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও স্লোগান করে প্রচার কয়েকশো টাকা ভাতার বিনিময়ে। দুর্নীতির আখড়ায় নানা সরকারি পরিষেবা ও জনসাধারণ বঞ্চিত হয়। আবার তারাই প্রতিবাদী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দুর্নীতি পরায়ণ নেতা-নেত্রীকে সুরক্ষা প্রদান করে ও আগলে রাখে। যে নেতা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে ও জনসাধারণের নানা প্রকল্পের টাকায় নিজের অট্টালিকা বানায়, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই নেতা আবার দরিদ্র জনগনের অসহায়তার সময় দানধান করলে দানবীর ও গরিব বন্ধু নামে আখ্যায়িত হয় জনগণ ও হতভাগা মানুষের কাছে। যে সমস্ত নেতা রাস্তাঘাটের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে, আবাস যোজনার টাকা নয় ছয় করে, তারাই আবার সকাল সন্ধ্যা জনগণকে গরম গরম চা অফার করেন ও একটি ত্রিপল প্রদান করলে মহান ও রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে কত নেতা-নেত্রী যে এলাকার গর্ব তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে নানা মাধ্যমে দেখা যায় কাজ না পাওয়া শিক্ষিত বেকারদের পোস্ট ও মন্তব্যে। একটাই কারণ, এই শিক্ষিত বেকারদের বেঁচে থাকার মাধ্যমে সেই সব দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা। একদিকে চাকরির প্রলোভন অন্যদিকে এই দাদাদের সাথে থাকলে দুই বেলা ফ্রিতে খাবার পাওয়া যায় জনগণের আত্মসাৎ করা টাকায় ও সাথে মদ, জুয়া থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক মনোরঞ্জন। আর কি চাই বলুন তো, কয়েকদিনের পৃথিবীতে ভবঘুরে হয়ে লালনের মত কাটাতে পারলেই তো মুক্তি। চাকরি-বাকরি করলে কত দায়-দায়িত্ব পরিবার-পরিজন ছেলে মেয়ে কত আবদার,ঝুট- ঝামেলা। এইসব ঝুট -ঝামেলা না করে নিজেদের মতো থাকা, খাওয়া-দাওয়া, মোজ-মাস্তি নিয়ে বেঁচে থাকা। দাদা দিদি হ্যাঁয় তো মুমকিন হ্যায়। নো টেনশন, নো গেন (No tension, no gain) আস্থায় বিশ্বাসী, এমন ধ্যান-ধারণা পূর্ণতা পেয়েছে যুবসমাজে তা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক কাঠামো তৈরি হতে চলেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে না বলে, দুর্নীতিতে শামিল হওয়াটাই ঝামেলা মুক্ত বলে মনে করছেন। তাই প্রত্যক্ষ দুর্নীতিবাজ নেতা-নেত্রী ও মানুষগুলো সমাজে ভগবান হয়ে উঠেছে। কিছু টাকার সাম্মানিক পাওয়া নেতা-নেত্রী কোটি কোটি টাকার মালিক। এই নেতানেত্রীরা নিয়ে চলে লাই-লস্কর ও চাকর-বাকর থেকে পেট ভর্তা স্লোগান বাহিনী সহ চোখ রাঙানি মস্তান ও গুন্ডা বাহিনীর। এদের খাওয়া দাওয়া, ভরণ পোষণ এক শ্রেণির নেতারাই বহন করেন। তারপরও মানুষ দুই হাত তুলে জনসমর্থন দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে সামান্য প্রতিবাদী মানুষদের চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় আছে বলে মনে হয় না। এমন সমাজই তো অধঃপতনের সমাজ যেখানে সামাজিক মূল্যবোধ নিঃস্ব হয়ে গেছে। ভাবুন আমরা উন্নয়নের এমন দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি যে সমাজে আমরা নিজেদের উপার্জনের কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন ভাতার দিকে চাতকের মত চেয়ে আছি। ভিক্ষাবৃত্তির মত নিকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না তেমনই একটি সমাজ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার জন্য প্রত্যেকে চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম থেকে দূরে রেখে ভাতা দিয়ে চুপচাপ করে রাখা হয়। কিনা সুখের সংসার আজ বাংলার মাটিতে, সকলেই কোন না কোন ভাতার প্রকল্প নিয়ে বেশ ভালো আছে। সরকার ঘর দিচ্ছে আবাস প্রকল্পের মাধ্যমে, পায়খানার ঘর করে দিচ্ছে, ও অপরদিকে রেশনের দোকানে চাল, ডাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফ্রিতে ও সামান্য টাকার বিনিময়ে। ধুর তারপর কাজের কথা যারা বলে নেহাত বোকা বোকা মনে হয়। তাও বাদ দিলাম, ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে মিড-ডে মিল, স্কলারশিপের টাকা পায়, সবুজ সাথীতে করে কি সুন্দর ভাবে চলাচল করে। এছাড়া একটু বড় ক্লাসে উঠলে ট্যাব পায় পড়াশুনার জন্য যদিও স্কুলে পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক- শিক্ষিকা আছে কিনা তা নিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, পড়াশোনা করার পর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কি, স্কুল বন্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে তা নিয়ে খেয়াল ন্যায় কোন অভিভাবকের। আর নেবেন বা কেন উপার্জনের ও কর্ম করার কোন প্রয়োজনও তো নেই। সব কিছু ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে, তারপর খোঁচা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। শুধু কি তাই, আজকাল তো আর পুরুষদের গৃহিণীকে হাত খরচ লাগেনা। ফলে অশান্তি কমেছে পরিবারে ও গৃহিণী আবদার করছে না আলতা, ফিতা ও লিপস্টিক কেনার জন্য টাকার। লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় ঘরের লক্ষ্মীরা হয়েছে কয়েক গুণ বেশি লক্ষ্মী। ঘরে ঘরে আদর বেড়েছে, মহিলারা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারছে ও তাদের আজ বরের কাছে হাত পাততে হয় না আলতা ফিতার জন্য। তার ফলে বরের চায়ের দোকানে বিড়ি তামাক,খৈনির জন্য ঘাটতি হয় না। হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারের কোষাকারে আয়।

সবকিছু বিচার করলে বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল সবাই স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। বেকার বলতে বাড়িতে এমএ ও বিএ পাস উচ্চশিক্ষিতরা ও পড়াশোনা শেষ করে বসে থাকা যুবক যুবতীরা। যদিও চিন্তা নেই মেয়ে বড় হলে বিয়ের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষাও হয়ে যাচ্ছে। তারপর সরকারি কাজকর্ম ও নেতাদের নিয়ে সমালোচনা অর্থহীন। উন্নয়নের জোয়ারে সকলেই কোন না কোন ভাতা পায় তারপর রেশনের দোকানে বিনামূল্যে চাল ও গম এবং ঈদ, পূজা-পার্বণে নানা নিত্য সামগ্রী আপ্লুত করেছে জনসাধারণকে। পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনের বার্তার মধ্য দিয়ে ভালোই আছে বাংলা ও বাঙালি।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

রোহিঙ্গাদের যেভাবে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে মায়ানমারের জান্তা

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই সপ্তাহেই সতর্ক করে বলেছেন, মায়ানমারে নতুন করে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় রোহিঙ্গারা আবার জানমালের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সু চির সরকারকে হটিয়ে মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সামরিক জান্তা। পরে এই জান্তা সরকারকে হটাতে লড়াই শুরু করে দেশটির বিভিন্ন সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী। গত বছরের অক্টোবরের শেষ দিকে এই লড়াই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড লড়াইয়ের মুখে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী গত জানুয়ারিতে দেশটিতে জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ায়। পরের মাসে (ফেব্রুয়ারি) তারা আইন করে নতুন একটি কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এই আইনে মায়ানমারের সেনাবাহিনীতে তরুণ-তরুণীদের যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এই পদক্ষেপ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর অসামঞ্জস্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারে বলে তখনই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর শুধু নির্বিচারে বোমা হামলাই করা হচ্ছে না, তাঁদের জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে। যদিও তাঁরা নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত নন এবং দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমারের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছেন।

কী ঘটছে মায়ানমারে

আজকের মায়ানমার আগে বার্মা নামে পরিচিত ছিল। ২০১৫ সালের নির্বাচনের আগে প্রায় পাঁচ দশক ধরে সামরিক শাসনের অধীনে ছিল মায়ানমার। সেই নির্বাচনে দেশটির গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) ভূমিধস বিজয় অর্জন করে ক্ষমতায় এসেছিল। ২০২০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও সু চির দল বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়েছিল। তবে নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তোলে দেশটির সেনাবাহিনী। তারা নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে। এই পরিস্থিতিতে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মায়ানমারের সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সু চির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

ক্ষমতা দখলের পরপরই মায়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। গণবিক্ষোভ দমনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে জান্তা সরকার। এর জেরে মায়ানমারে জান্তা সরকারবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়।

মায়ানমারে জান্তা সরকারবিরোধী দমন-পীড়নের তথ্য নথিভুক্ত করছে দ্য অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনারস (এএপিপি) নামের একটি সংগঠন। এএপিপির তথ্যমতে, অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত মায়ানমারের সেনাবাহিনীর হাতে ৪ হাজার ৬৮০ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

মায়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে দেশটির জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো একটি জোট গঠন করেছে। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামের এই জোটে আছে আরাকান আর্মি (এএ), মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)।

২০২৩ সালে অক্টোবরে এই জোট সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরু করে।

থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স এই অভিযানের নাম দিয়েছে 'অপারেশন ১০২৭ '। গত বছরের ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে জান্তা বাহিনীর ১০০ টির বেশি সেনাচৌকি ও ঘাঁটির পতন ঘটেছে। তীব্র হামলার মুখে জান্তার সেনারা পিছু হটেছেন। তাঁরা ভারী অস্ত্র ও উল্লেখযোগ্য গোলাবারুদ ফেলে যেতে বাধ্য হন।

এনএলডি ও দেশটির নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রবাসী জাতীয় ঐক্যের সরকারের (এনইউজি) সশস্ত্র শাখা পিপলস ডিফেন্স ফোর্সসহ (পিডিএফ) অভ্যুত্থানবিরোধী প্রতিরোধ বাহিনীগুলোও এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে, যা জেনারেলদের চাপে ফেলে দিয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী স্বীকার করে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে কয়েক দিনের লড়াইয়ের পর তারা চিনশওয়েহাওর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এই এলাকাটি চীনের ইউনান প্রদেশের সীমান্তবর্তী শহর। মায়ানমার থেকে চীনে বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এই শহর।

আল জাজিরা থেকে নেওয়া

ট্রাম্প, ওরবানদের গণতন্ত্র গিলে ফেলা কতটা ভয়ংকর

জ্যঁ ভার্নার ম্যুয়েলার

রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারের পদ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময় রোনা ম্যাকড্যানিয়েল তাঁর সহকর্মীদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন তাঁর জায়গায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত দুজনকে বসানোর সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নেন। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার সময় তাঁকে বেশ উল্লসিতই মনে হচ্ছিল। উচ্চ স্বরে উল্লাস করার পর দলের কর্মী-সমর্থকদের রোনা বলেন, তিনি এতটাই আনন্দের সঙ্গে সরে যাচ্ছেন যে তাঁর পদত্যাগে সহকর্মীদের কারও আপত্তি আছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করতেও তিনি আগ্রহ বোধ করছেন না। আসলে এটি একটি দেখার মতো মুহূর্ত ছিল। খুব হাসিখুশির মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া হচ্ছিল।

বিশাল একটি রাজনৈতিক দলকে নিজের ইচ্ছার অধীনে কট্টর ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী নেতা ট্রাম্প একাই যে এনেছেন তা নয়, এই তালিকায় আরও অনেকে আছেন। জনমোহিনীবাদী ও হবু স্বৈরাচারী নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্রের একটি সাধারণ ধরন হলো, তাঁরা দ্রুত দলের মূল চালিকা শক্তিগুলোকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই প্রবণতা একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সত্যিকার অর্থে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইমারি ইলেকশনে প্রার্থী মনোনয়ন করার ক্ষেত্রে দলের ভেতরে যে গণতন্ত্রচর্চা করা হয়, তা অনেক সময় কাঠামোগতভাবে সেই সব বিশুদ্ধতাবাদীর পক্ষে যেতে পারে, যাঁরা কট্টরপন্থী প্রার্থীদের পছন্দ করেন। দলের ভেতরকার এ ধরনের গণতন্ত্রচর্চা এমন লোকদের নেতৃত্বের শীর্ষে নিয়ে আসতে পারে, যাঁরা রাজনীতিকে একটি শখের বিষয় বলে মনে করেন। তবে দলের ভেতরে পাল্টাপাল্টি যুক্তি তুলে ধরা ও যুক্তিখণ্ডন ভালো নীতি ও আইডিয়ার জন্ম দেয়। এতে বিজয়ীদের মনে বিরোধীদের উপস্থাপন করা যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে শক্তিশালী ধারণা থাকে। এতে বিজয়ীদের মধ্যে আন্তদলীয় বিতর্কে হেরে যাওয়া পক্ষগুলোকে সম্মান করার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়।

ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টিতে এমন একটি ধারা চালু করে গেছেন, যার কারণে দলটি এখন আর আগের মতো নিয়মনিষ্ঠ প্রচারণা বা

ইলেকশন ক্যাম্পেইনকেও গুরুত্ব দেয় না। ২০২০ সালের নির্বাচনের আগে, দলটি কেবল তার ২০১৬ সালের কর্মসূচিরই পুনরাবৃত্তি করেছিল। সে সময় দল ট্রাম্পের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

কোনো গোষ্ঠী বা কোনো গোত্রের নেতারা তাঁদের অনুগামীদের এমনভাবে আদেশ দিতে পারেন, যা অনেক সময় সবচেয়ে ক্যারিশমাটিক রাজনীতিবিদও করতে পারেন না। রিপাবলিকান পার্টি সঠিক পথে চললে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল বিদ্রোহের আগেই ট্রাম্প এবং তাঁর কট্টর ভক্তদের থামানোর উপায় খুঁজে বের করতে পারত। এই ঘটনার পর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পকে অভিশংসন করে রিপাবলিকানরা তাঁদের নিজস্ব নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারতেন।

যে দলের হাতে বাস্তবমুখী কর্মসূচি থাকে, সেই দল নির্বাচনী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং পরের বার ভোটারদের তার পক্ষে আনার চেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে পারে। এর জন্য এক ব্যক্তির স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সুদূরপ্রসারী নীতি অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু কিছু রাজনীতিবিদ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের উত্তরাধিকারী হিসেবে গদিতে বসান। এই কায়দায় তাঁরা একটি দলকে একটি পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কিংবা একটি আধা রাজবংশীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ভারতে কংগ্রেস পার্টিতে গান্ধী পরিবার এই কাজ করেছিল। এর মাধ্যমে তারা দলের জন্য তো বটেই, একই সঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে এনেছিল। ফ্রান্সে মারি লো পেন তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠা করা চরম ডানপন্থী দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পও পিছিয়ে নেই। তিনি রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির কো-চেয়ারের গদিতে কয়েক দিন আগে তাঁর পুত্রবধূ লারা ট্রাম্পকে বসিয়ে দিয়েছেন। এটি রিপাবলিকান পার্টিকে ট্রাম্পের পারিবারিক ব্যবসার মতো কিছু একটা করে তুলেছে।

কোনো গোষ্ঠী বা কোনো গোত্রের নেতারা তাঁদের অনুগামীদের এমনভাবে আদেশ দিতে পারেন, যা অনেক সময় সবচেয়ে ক্যারিশমাটিক রাজনীতিবিদও করতে পারেন না। রিপাবলিকান পার্টি সঠিক পথে চললে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল বিদ্রোহের আগেই ট্রাম্প এবং তাঁর কট্টর ভক্তদের থামানোর উপায় খুঁজে বের করতে পারত। এই ঘটনার পর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পকে অভিশংসন করে রিপাবলিকানরা তাঁদের নিজস্ব নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারতেন। এসব না করে রিপাবলিকান নেতাদের কেউ কেউ হয় পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলেছেন, নয়তো রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার পর মুখ খুলেছেন। হাতে হাতে তার ফল মিলেছে। দলটি এখন প্রচণ্ড কর্তৃত্ববাদী চিন্তার একজন নেতার একচ্ছত্র আধিপত্যে রয়েছে, যিনি এই পদটিতে বসার জন্য স্পষ্টতই অযোগ্য; অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি দল নিজেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এটা শুধু ট্রাম্পের ক্ষেত্রেই ঘটছে, তা নয়। জইর বলসোনারো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কার্যত তাঁর নিজের কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না; সমমনা রাজনীতিবিদদের কাছেও তাঁর কোনো জবাবদিহি ছিল না। অন্যান্য চরম ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী নেতাদের দল আছে বটে, কিন্তু সেগুলো তাঁরা কঠোর স্বৈরাচারী কায়দায় চালান। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে জারোস্লাভ কাচজিনস্কি পর্যন্ত আছেন। তাঁরা এমনভাবে তাঁদের নিজ নিজ দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা কাউকেই পরোয়া করেন না।

দলের গঠনতন্ত্রের বিধিমালায় কড়াকড়ি আরোপ এই অবস্থা থেকে হয়তো নিষ্কৃতি দিতে সহায়তা করতে পারে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চার একটা সীমা আছে। কারণ, এটা দলের ভেতরকার নেতৃত্বকে দলাদলির দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা ভোটারদের দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে পারে। দলের ভেতরকার গণতন্ত্রচর্চার বাড়াবাড়ি অহেতুক ও দলের জন্য ক্ষতিকর বিতর্ককে উসকে দিতে পারে।

তবে তারপরও দলের মধ্যে গণতন্ত্রচর্চার ঝুঁকি নেওয়া যে খুব দরকার, তা রিপাবলিকান পার্টির একটি কর্তৃত্ববাদী হাতিয়ারে রূপান্তর হওয়ার ঘটনাই আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে।

জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

প্রথম নজর

সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে সময় বৃদ্ধির দাবি এপিডিআরের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সময়সীমা বাড়ানোর দাবি তুলল মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। আগামী এপ্রিল মাস থেকে অন্য বারের মতন এবারও সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারবেন সুন্দরবনের মৌলেরা। আগামী ৫ ই এপ্রিল থেকে টানা একমাস ধরে দুটো পর্যায়ে এই মধু সংগ্রহ অভিযান চলবে সুন্দরবনের জঙ্গলে।গত বছর সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা মধুর দাম কিছুটা বাড়িয়েছিল ও বনদপ্তর।কেজি প্রতি ৪৫ টাকা থেকে ৭০ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছিল গতবারে।তবে এবারে সুন্দরবনের মধু জি আই তালিকা ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এবারে মধুর দাম আর বাড়ানো হবে কিনা সে ব্যাপারে এখনো কোনো সংবাদ নেই বনদপ্তর সূত্রে। তবে গত বছর রেকর্ড পরিমাণ মধু সংগ্রহ হয়েছিল। গত বছর মধুর দাম বাড়ার কথা ঘোষণা করায় মধু সংগ্রহ হয়েছিল রেকর্ড পরিমাণে। ৭৫ টি দল গতবার মধু সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকায় ৫৭৬ জন গতবার জঙ্গলে গিয়েছিল মধু সংগ্রহ করতে। আগে কেজি প্রতি ১৮০ টাকা করে মধুর দাম পেত মৌলেরা বন দফতর থেকে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত ২০ টাকা করে পারিশ্রমিক হিসাবে। গত বছর থেকে মধুর গুণমান বিচার করে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে মধুকে। ২৩ শতাংশের বেশি জল থাকলে সেই মধু বন দফতর থেকে কেজি প্রতি ২২৫ টাকা, ২৩ শতাংশের কম জল থাকলে সেই মধুর দাম কেজি প্রতি ২৫০ টাকা করে পেত মৌলেরা বনদফতর থেকে। এ ব্যাপারে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জন্স জাস্টিন বলেন, গত বছর সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে ভালোই মধু সংগ্রহ হয়েছিল।

ভোট চাইতে নয়, কেশপুরবাসীর আশীর্বাদ চাইতে এসেছি: দেব

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কেশপুরে ফাঁকা ময়দানে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী। শুক্রবার বিকালে ছিল ঘাটাল লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবের রোড শো। উচ্ছ্বাসে ভাসলো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা , কর্মী সহ আমজনতা। আমি কেশপুরেই ছেলে। আমি কেশপুরে মানুষের কাছে ভোট চাইতে আসিনি, আমি এসেছি মানুষের আশীর্বাদ নিতে । রাজনীতির ময়দানে পাঁচ বছর, দশ বছর কেটে গেলে মানুষের ভালোবাসা কমে যায় কিন্তু আজকে আমি এই রোড শো থেকে বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা কমেনি বরঞ্চ ভালোবাসা আরো বেড়ে গেছে , কেশপুরে রোড শো শেষে বললেন দীপক অধিকারী। তিনি এদিন আরো বলেন, আজকের রোড শো থেকে বুজতে পারছি আগামী পাঁচ বছর আমি থাকছি।

এদিন কেশপুর কলেজ মোড় থেকে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত বিশাল রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। রাস্তার দুইপাশে কাতারে কাতারে মানুষ দেব কে দেখতে ভিড় জমায়। রোড শো'র পরে কেশপুর অডিটোরিয়ামে কর্মী বৈঠক করেন। রোড শো শুরুর আগে প্রচুর কর্মী সমর্থক জড়ো হয়ে যাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী বলেন, দেবের সামনে সকলে আসতে চাই , এটা একটা আবেগের মুহূর্ত ছিল। সকলে সেলফি এবং ফটো তুলতে চেয়েছিল, সেই নিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। তবে দু মিনিটের মধ্যে এটা সমাধানও হয়ে গেছিল।সেই সঙ্গে ইডি প্রসঙ্গে বলেন, আমি কি, সেটা তো আমি জানি! ইডি আমাকে যতবারই ডাকুক না কেন, আমি ততবারই উপস্থিত হব। এজেন্সি থেকে লুকিয়ে থাকা যায় না, যদি কেউ অপরাধ করে সে ভয় পাবে, আমি নই। পাশাপাশি কেশপুরের সকল কর্মীদেরকে একসাথে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

এদিন রোড শো এ মন্ত্রী শিউলি সাহা, জেলা সভাপতি আশীষ হুদাইত, তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিক, ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, যুব সভাপতি আসিফ ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে ঘাটালে বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলেও এখন পর্যন্ত কেশপুরে প্রচার শুরু করে নি। আবার সিপিএমের এখন পর্যন্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণাই হয়নি দেবের রোড শো প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা তাপস সিনহা বলেন, তৃণমূল এখন একটি ক্ষয়িষ্ণু দল। এখন ওরা প্রচার করে ক্লান্ত হয়ে যাবে।

ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে মাল না দেওয়ায় লক্ষ টাকা জরিমানা ডিলারকে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে উপভোক্তাদের রেশন সামগ্রী না দেওয়ার অভিযোগে রেশন ডিলারকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা ও শোকজ করল জেলা খাদ্য দপ্তর। অভিযোগ,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণপুর গ্রামের রেশন ডিলার শ্যামানন্দ সিংহ দীর্ঘ দুই মাস ধরে উপভোক্তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে দিতো না কোনো রেশন সামগ্রী।রেশন ডিলারকে বারবার বলেও হয়নি কোনো সুরাহা।শেষে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের কাছে ডেপুটেশন দেন বঞ্চিত উপভোক্তারা।এতে নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন। বিডিওর নির্দেশে তদন্ত নেমে রেশন ডিলারকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করল জেলা খাদ্য দপ্তর।বকেয়া দুই মাসের রেশন সামগ্রী উপভোক্তারা দ্রুত পেয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেন ব্লক প্রশাস।যদিও ডিলার শ্যামানন্দ সিংহের ভাই রাজু সিংহের দাবি এক লক্ষ টাকা জরিমানার কোনো কাগজ তাদের কাছে এসে পৌছায় নি।এর আগে তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন থোকদার বলেন," প্রশাসন যে আমাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এতে আমরা খুশি।'খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পরিদর্শক হীরক ঘোষ বলেন,'আমরা সরজমিনে গিয়ে তদন্ত করেছি। উপভোক্তাদের অনেক অভিযোগ ছিল। এর আগেও ওই ডিলারকে জরিমানা করা হয়েছে।এবার এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উপভোক্তারা বকেয়া সামগ্রী দ্রুত পেয়ে যাবে।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আশরাফ-উন নিসায় বিশ্ব জল দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভৈরব নদীর বাঁধ বরাবর একটি রালি অনুষ্ঠিত হলো। তারপর ভৈরব নদী বাঁচাতে ও জল বাঁচাতে আমাদের কি করনিয়ো ও ছাত্র ছাত্রীদের কি করণীয় এ বিষয়ে বিশদে নদী বক্ষে দাড়িয়ে আলোচনা করলেন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন টেঁকারাইপুর হাই স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম। উনি ক্ষুদ্র বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের বলেন এই নদীতে বর্ষায় প্রচুর গ্যাংগেয়ো ডলফিন আসতো, গরম কালেও নদীতে জল থাকতো, ছোটো কত মাছ ও কচ্ছপ ও দেখা যেতো। এখন সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। এই জল সম্পদ আমাদের রক্ষা করতে হবে। এছাড়া উক্ত শিক্ষক টেঁকারাইপুর হাই স্কুলেও নবম ও দশম শ্রেণীতে ক্লাসে জল সংকট ও তার প্রতিকার এর উপায় আলোচনা করেন।

গণির সমাধিতে দোয়া করে প্রচার শুরু ঈশার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার রূপকার প্রয়াত বরকত সাহেবের সমাধিতে দোয়া পাঠ করে শুক্রবার ভোট প্রচার শুরু করলেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী।

এদিন সাত সকালে তিনি কোতুয়ালি ভবনে বরকত সাহেবের সমাধিতে দোয়াপাঠ করেন। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলম, জেলাপরিষদের বিরোধী দলনেতা আব্দুল হান্নান সহ আরও অনেকেই। তাদের সকলকে নিয়ে দোয়া পাঠের পর দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট প্রচারে নামেন। মালদার মানুষের জন্য আগামীতে অনেক কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তবে জোট না হলেও মালদায় কংগ্রেস নিজের শক্তিতে ভোটে লড়তে প্রস্তুত বলে জানান দেন তিনি।

ফাটল ট্রাকের চাকা, জোর রক্ষা ৩ শিশুর

জাহেদ মিস্ত্রী ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনের সামনে জামতলা থেকে জয়নগরগামী একটি ইট বোঝাই ট্রাকের সামনের চাকা ফেটে গেলে, ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক দিয়ে আসা একটি যাত্রী বোঝাই অটোতে সজরে ধাক্কা মেরে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনের গেটের সামনে আছড়ে পড়ে। এই ঘটনায় অটোচালক এবং এক যাত্রী গুরুতর জখম হন।

তাদেরকে সাথে সাথে স্থানীয় স্পন্দন মেটার্নিটি এ্যান্ড নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

আহতদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, কুলতলী থানার অন্তর্গত দু'নম্বর গড়ানকাটি এলাকার বাসিন্দা, পেশায় অটোচালক - প্রবোধ মণ্ডল তার স্ত্রী মমতা মণ্ডল ও মেয়ে সুচিত্রা হালদার কে নিয়ে জয়নগরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। তিনি যখন মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ঠিক তখনই ওই ট্রাকটির চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের অটোতে সজরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রবোধ মন্ডল ও তার মেয়ে সুচিত্রা হালদারকে ভর্তি করা হয় স্পন্দন মেটারনিটি এন্ড নার্সিংহোমে।

জীবনানন্দ সভাঘরে কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি জীবনানন্দ সভাঘরে রা পত্রিকা ও সুরনন্দন ভারতীর যৌথ উদ্যোগে কবি সম্মেলন ও বই উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে কবি-প্রাবন্ধিক জয়ন্ত রায় -এর 'অগ্নিবিহঙ্গ শ্রীমধুসূদন', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও ওডিসি নৃত্যগুরু ড. পুষ্পিতা মুখার্জীর 'বিবর্ধনে লোকনাট্য' এবং সুরনন্দন ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পাদক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তীর 'কবিতা নিকট আত্মীয়' বইগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বাহান্ন বছর ধরে চলা 'রা পত্রিকা'র 'দ্বিশতবর্ষে মধুসূদন দত্ত' বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। বইগুলির উদ্বোধন করেন ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও লেখক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে ছিলেন ওডিসি নৃত্যগুরু ড.পুষ্পিতা মুখার্জী। জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয় নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীকে। কাব্যনন্দন ও আবৃত্তিনন্দন পুরস্কার দেওয়া হয় স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও ড. দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুরস্কার প্রদান করেন ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী, ডাঃ সুকমল দাস ও ড. পুষ্পিতা মুখার্জী।

মেদিনীপুরের মাদ্রাসায় 'বিশ্ব জল দিবস'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পালিত হল 'বিশ্ব জল দিবস'। মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)য় পালিত হল এই দিনটি। দিনটির গুরুত্বকে মাথায় রেখে মাদ্রাসার নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিকেল ৩টার সময় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ নুর আলম বলেন, 'জলের গুরুত্ব ও ব্যবহার বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারন ছাত্র ছাত্রীরা ওয়াকিবহাল থাকলে, আগামীতে তারাই সমাজ ও পরিবেশকে সুস্থ রাখতে পারবে।' আলোচনায় জলের গুরুত্ব, ব্যবহার ও অপচয় রোধে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার ভূগোল বিষয়ক শিক্ষক নরসিংহ দাস। উপস্থিত ছিলেন সহশিক্ষক সৈকত প্রধান, আশীষ চাউল্যা, অলকেশ অট্ট, চন্ডীচরণ রাউৎ প্রমুখ।

নির্বাচনকে নষ্ট করার চক্রান্ত বিজেপির: শশী

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ২০০ ঘণ্টা পার। এখনো অভিষেকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি বিজেপি। বাংলা টাকা পায়নি। তারা চুপ। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা।বিজেপি বাংলার জন্য ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাচ্ছে না মন্তব্য শশী পাঁজার।

কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে শশী পাঁজা বলেন,তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচিত মুখ্য মন্ত্রীকে গ্রেফতার। ভোটের সময় কালের মধ্যে কি ভাবে ইডি গ্রেফতার করে যখন নির্বাচন কমিশনের হাতে সব। বিরোধীদের টার্গেট করছে বিজেপি। হেমন্ত সোরেন তারপর কেজরিওয়াল। ইলেকশন কমিশন ফ্রী আর ফেয়ার ইলেকশন করতে পারবেন? প্রশ্ন তুললেন শশী পাঁজা। বাংলা ডিজি আর আধিকারিকদের পাল্টানো হয়েছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর আধিকারিকদের পাল্টানো হচ্ছে না কেনো? অবাধ নির্বাচন হবে তো? বিজেপি ছাড়া অন্য রাজ্য গুলোতে

আধিকারিক দের বদলনো হয়েছে। মন্তব্য,শশী পাঁজার। তিনি বলেন, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে ইডি আয়কর দফতরের তল্লাশি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। নির্বাচনকে ডিস্টার্ব করার চক্রান্ত। অসফল হবে। বিজেপি ইডি আর সিবিআই কে নিয়ে থাকুক। বিজেপি ভয় পেয়েছে। এন ডি এ সাথে নেই। বিজেপি করলেই সব মাফ। ৯৬ শতাংশ অবিজেপি রাজ্যে পৌঁছাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা, অভিযোগ শশী পাঁজার। তিনি আরও বলেন, ইন্ডিয় জোটে তৃণমূল ছিল ,আর আছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। কিন্তু বাংলায় অধীর রঞ্জন কংগ্রেস চলে। উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন, শুক্রবারও করেছেন। শশী পাঁজা বলেন, শুক্রবার আমাদের টিম ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছে।

উলুবেড়িয়ায় বাহিনীর রুটমার্চ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শুক্রবার উলুবেড়িয়ার গোরুহাট এলাকায় রুটমার্চ শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে টহল দিতে দিতে উলুবেড়িয়া কলেজ সংলগ্ন পেরিয়ে গোরুহাট বাজার এলাকাতেও রুটমার্চ করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জওয়ানরাও। কোনও সমস্যায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলেন তাঁরা। এদিন রুটমার্চে কেন্দ্রীয় জওয়ানদের সঙ্গে ছিলেন এআরও সুগত মাইতি, উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল, এসডিপিও নিরুপম ঘোষ, উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক,উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজ্ঞা চক্রবর্তী,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর পুকুর থেকে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কড়িয়ালী এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই যুবকের নাম শ্যাম সাহা(২৪)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কড়িয়ালি বাজার কালী মন্দির এলাকায়। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চারদিন আগে বাড়ি থেকে বাবার কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিল।তারপর থেকেই তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।বাড়ির লোকেরা ভেবেছিল হয়তো কোথাও ঘুরতে গিয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতায় কর্মশালা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রক্ত বাহিত ভয়ংকর রোগের নাম থ্যালাসেমিয়া। বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা না করা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত হচ্ছে। আর তাই থ্যালাসেমিয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হল জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় শ্রীপৎ সিং কলেজের এনএসএস ও আইকিউএসি বিভাগের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এদিন ২০০ র অধিক কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষা কর্মীরা শিবিরে নিজেদের রক্তে থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করান।

বাসন্তীতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইয়ুথ পার্লামেন্ট

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: নারী স্বশক্তি করণ নিয়ে শুক্রবার বাসন্তীর জয়গোপালপুর নুতন হাটে অনুষ্ঠিত হয় 'ডিষ্ট্রিক লেভেল নেইবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্ট -২০২৪'।

'বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্র' ও 'বাঘাযতীন ক্লাব ও পাঠাগার' এর যৌথ উদ্যোগে নেইবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানে জেলার শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কি ভাবে নারী স্বশক্তি করণ করা যায় তার উপর সকলেই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন আয়োজিত পার্লামেন্টে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুমন সরদার, শিক্ষক অসিত সরদার, অরুণ সরদার সমাজসেবী নিতাই সারদার, মিঠুন গায়েন,স্বপন মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

ছোট হুজুরের সওয়াব রেশানি ফুরফুরায়

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ফুরফুরায় আশেকে রসূল হযরত ছোট হুজুর পীর রহ, এঁর সাহেবজাদা পীর গোলাম রহমান সিদ্দিকী হুজুরের সওয়াব রেশানি ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া করেন পীর কারী ইসমাইল সিদ্দিকী। এদিনের মাহফিলে পীর সাহেবের পুত্রগন যেমন পীরজাদা আবু হুরায়রা সিদ্দিকী, পীরজাদা আব্দুল কাদের সিদ্দিকী ও পীরজাদা আব্দুল মাবুদ সিদ্দিকী উদ্যোগে ছিলেন। পীরজাদা আবু হোরায়রা সিদ্দিকী,পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা কোয়াফা সিদ্দিকী,পীরজাদা মোয়াররেখিন সিদ্দিকী, পীরজাদা আফফান সিদ্দিকী সাহেব ও পীরজাদা মন্তাকিম সিদ্দিকী সহ অনেকেই এদিন উপস্থিত ছিলেন।

আল আলম মিশনে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে হুগলি জেলার আরামবাগ আল আলম মিশনে পবিত্র ইফতার মজলিশ আয়োজিত হয় মিশনের সিনিয়র ছাত্রদের উদ্যোগে। ছাত্র , শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীরা ওস্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে অংশ নেন। এই মজলিশে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক হাজী বদরুল আলম, জাফর আলম, শিক্ষক সেখ আসগর ইমাম, মিশনের প্রধান শিক্ষক সুফি জামান, অফিস ইনচার্জ আবু সাবির বেগ সহ বিশিষ্টজনেরা।

ছাত্রদের পক্ষে আলতাব, সাদ্দাকাস, আলিফরা বলেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও আল আলম মিশনের পাঠরত সিনিয়র ছাত্রদের উদ্যোগে ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরেই ইজরায়েলি ও প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের ফলে নিহত ও যখম হয়েছে বহু ফিলিস্তিনি। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজরায়েলি হানার নিন্দা জানানো হয়।

পাশাপাশি যুদ্ধে নিহত এবং জখম সমস্ত ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় রাজনগর ব্লকের খোদাইবাগ গ্রামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের ব্যবস্থাপনায়।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের খানকাহ- এ-বোখারিয়া, গাইসাড়া শরীফের গদ্দীনসীন পীরে তরীকত হজুর সইফ এ মিল্লাত আল্লামা মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাইফুল হোসেন বোখারী।

তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন ফিলিস্তিন সহ দেশের অন্যন্য রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে তা খুবই নিন্দনীয়, এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। সমগ্র ভারতজুড়ে হিন্দু মুসলিম সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে একসাথে শান্তিপূর্ণ বসবাস করতে পারে তার প্রচেষ্টা সকলের করা উচিত। সেই সঙ্গে আরও বলেন যে,আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে কোনরকম ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই বার্তাই দেন পীরসাহেব সৈয়দ সাইফুল হোসেন বোখারী।

তাজা বোমা উদ্ধার নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে উদ্ধার হওয়া তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করল বোম স্কোয়াড টিম। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ নবগ্রামের গোরোরা গ্রাম সংলগ্ন এলাকার ঝোপ এর ভেতর থেকে একটি ঝোলার মধ্যে উদ্ধার হয় চারটি তাজা বোমা। যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই উদ্ধার হওয়া চারটি তাজা বোমা শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগদ নিষ্ক্রিয় করে বোম স্কোয়াড টিম।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম থানার পুলিশসহ ফায়ার ব্রিগেড টিম ও নবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকরা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নবগ্রামে বারবার বোমা উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো একদিকে যেমন ছড়াচ্ছে চাঞ্চল্য তেমনে উঠছে নানান প্রশ্ন। আতঙ্কিত হচ্ছে এলাকার মানুষ। কে বা কারা মজুদ করছে বোমা, কি উদ্দেশ্যেই বা মজুদ করা হচ্ছে ? উঠছে নানান প্রশ্ন।

রোনাল্ডোকে ছাড়াই সুইডেনের জালে পর্তুগালের ৫ গোল

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ছিলেন না। ছিলেন না জোয়াও কানসেলো, জোয়াও ফেলিক্স, রুবেন নেভেস, দিয়াগো দালোত, ওতাভিও, ভিতিনিয়ারাও। তবে প্রথম পছন্দের বেশির ভাগ খেলোয়াড় না থাকার পরও সুইডেনকে ‘পিষ্ট’ করতে কষ্ট হয়নি পর্তুগালের। কাল রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সুইডিশদের ৫-২ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে পর্তুগিজরা।
একই রাতে ইউরো প্লে-অফের দৌড়ে এস্তোনিয়ার জালে পাঁচবার বল পাঠিয়েছে পোল্যান্ড। পুরো নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেও গোলদাতার খাতায় নাম লেখাতে পারেননি রবার্ট লেভানডফস্কি। এ ছাড়া ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালি ২-১ গোলে ভেনেজুয়েলাকে এবং ওয়েলস ৪-১ গোলে ফিনল্যান্ডকে হারিয়েছে।
চলতি ফিফা উইন্ডোর প্রথম রাতে পর্তুগাল নেমেছিল নিজেদের দেশের ডম আফোনসো হেনরিক স্টেডিয়ামে। কোচ রবার্তো মার্তিনেজ রোনাল্ডোসহ বেশির ভাগ শীর্ষ খেলোয়াড়কে ম্যাচটিতে বিশ্রামে রাখেন। ইউরোর আগে যতটা সম্ভব স্কোয়াডের শক্তি বাজিয়ে দেখা যার প্রধান উদ্দেশ্য। সেটা যে কতটা সফল, ম্যাচের স্কোরলাইনেই তা স্পষ্ট।
ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ২৪ মিনিটে রাফায়েল লিয়াও, ৩৩ মিনিটে ম্যাথিউস নুনেস এবং ৪৫ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজ গোলগুলো করেন। বিরতির পর অপর দুটি গোল করেন ব্রুমা (৫৭ মিনিট) ও গনসালো রামোস (৬১ মিনিট)। সুইডেনের হয়ে ৫৮ মিনিটে ভিক্টর গিয়োকেরেস এবং ৯০ মিনিটে গুস্তাফ নিলসন দুটি গোল শোধ দেন।
এটি ছিল পর্তুগালের টানা ১১তম জয়। জুনে জার্মানিতে ইউরো খেলতে যাওয়া দলগুলোর মধ্যে একমাত্র পর্তুগালই শতভাগ জয় নিয়ে টুর্নামেন্টে জায়গা করেছে। ২৬ মার্চ আরেকটি প্রীতি ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে খেলবে পর্তুগাল। ম্যাচের আগে রোনাল্ডোর স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
ওয়ারশতে এস্তোনিয়ার বিপক্ষে পোল্যান্ড জিতেছে ৫-১ ব্যবধানে। ম্যাচের ২৭ মিনিটে দশজনের দলে পরিণত হওয়া এস্তোনিয়া তাদের একমাত্র গোলটি করে ৭৮ মিনিটে। তবে এর আগেই প্রেমিস্ল ফ্রাঙ্কভস্কি (২২ মিনিট), নিকোলা জেলিনস্কি (৫০), জাকুব পিওত্রভস্কি (৭০) এবং সেবাস্তিয়ান সিমানস্কিরা (৭৬) গোল করে জয়ের কাজটি সেরে নেন। ৭৩ মিনিটে নিজেদের জালে বল ঠেলে এস্তোনিয়ার দুর্দশা বাড়ান কারল মেটস। পোল্যান্ডের তারকা স্ট্রাইকার লেভানডফস্কি ৮টি শট নিলেও গোল পাননি, তবে একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন।
এই জয়ে ইউরোর প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে পোল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ইউরোর টিকিটের জন্য ওয়েলসের মুখোমুখি হবে দলটি।

আইপিএলে আইসিসি নিয়মের পরিপন্থী নতুন দুটি নিয়ম

আপনজন ডেস্ক: চিপকের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগামীকাল শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। উদ্বোধনী দিনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এ ম্যাচের আগে জেনে নেওয়া যেতে পারে এবারের আইপিএলে যোগ হওয়া নতুন দুটি নিয়ম সম্পর্কে।
এবারের আইপিএলে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে সমতা আনার লক্ষ্যে বাউন্সারের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া ডিআরএসের কার্যকারিতা বাড়াতে চালু করা হয়েছে স্মার্ট রিপ্লে সিস্টেম। এর সঙ্গে গত মৌসুমে যোগ হওয়া ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম তো থাকছেই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেস্ট ও ওয়ানডে সংস্করণে বোলাররা এক ওভারে দুটি বাউন্সার দিতে পারেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বোলাররা একটি বাউন্সারই দিতে পারেন। একের বেশি হলে সেটি ‘নো’ ডাকেন আম্পায়ার। তবে আইপিএলে বোলারদের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। এক ওভারে দুটি করে বাউন্সার দিতে পারবেন বোলাররা।
নিয়মটি পরিবর্তনের আগে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা দুই বাউন্সারের পক্ষে মত দেওয়ায় আইপিএলেও যুক্ত করা হয়েছে।
স্মার্ট রিপ্লে সিস্টেম নিয়ে আসার কারণ হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলেছিল—আম্পায়ার যেন আগের চেয়ে দ্রুত আর নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই পদ্ধতির ফলে টিভি আম্পায়ার আগের চেয়ে বেশি ভিজ্যুয়াল পাবেন। একই সঙ্গে পাবেন স্প্লিট-স্ক্রিন ইমেজ।
এবারের আইপিএলে বাংলাদেশের স্মার্ট রিপ্লে সিস্টেমে টিভি আম্পায়ার সরাসরি দুজন হক-আই অপারেটরের কাছ থেকে ইনপুট পাবেন। ওই দুই অপারেটর টিভি আম্পায়ারের সঙ্গে একই কক্ষে থাকবেন। মাঠের চারদিকে থাকা আটটি হাইস্পিড ক্যামেরা ফুটেজ সরবারহ করবে। এই নিয়মের আওতায় যদি মাঠের আম্পায়ার স্টাম্পিং রিভিউ করতে বলেন, টিভি আম্পায়ার স্টাম্পিংয়ের পাশাপাশি ক্যাচ হলো কি না, সেটাও দেখবেন। এটি আইসিসির সর্বশেষ সংশোধিত নিয়মের পরিপন্থি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আইসিসি নতুন যে দুটি নিয়ম কার্যকর করেছে, তার একটি হচ্ছে স্টাম্পিংয়ের রিভিউতে শুধু স্টাম্পিংই দেখা হবে, ক্যাচ দেখা হবে না। বল ব্যাটে লেগেছিল কি না দেখতে হলে আরেকটি রিভিউ চাইতে হবে। এ ছাড়া জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মধ্য দিয়ে ‘স্টপ ক্লক’ চালুর ঘোষণা দিয়ে রেখেছে আইসিসি। যেখানে দুই ওভারের মধ্যে সর্বোচ বিরতি ৬০ সেকেন্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে আইপিএলে এ ধরনের কোনো নিয়ম থাকছে না।

অ্যাডিডাসের সঙ্গে ‘ঘর’ ভাঙছে জার্মানির, সরকার বলল—দেশপ্রেমের অভাব

আপনজন ডেস্ক: জুটিটা ছিল ‘আইকনিক’—জার্মানি জাতীয় ফুটবল দল ও জার্মানির ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের। ফুটবল-সমর্থকেরা কয়েক প্রজন্ম তাদের একসঙ্গেই দেখে এসেছেন। জার্মানি জাতীয় দলের জার্সি এবং খেলার অন্যান্য সরঞ্জামে বিখ্যাত সেই তিনটি স্ট্রাইপ। বলা হচ্ছে জার্মানি জাতীয় ফুটবল দলের এত দিনের স্পনসর অ্যাডিডাসের কথা। এত দিন কথাটা বলার কারণ, জুটিটা ভেঙে যাচ্ছে! যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি ২০২৭ সাল থেকে জার্মানি জাতীয় দল এবং বয়সভিত্তিক দলগুলোর সব পর্যায়ে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। গতকাল এ ঘোষণা দিয়েছে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি)। এই চুক্তির মেয়াদ ২০৩৪ সাল পর্যন্ত।
জার্মানির সব পর্যায়ের জাতীয় দল পঞ্চাশের দশক থেকে অ্যাডিডাসের খেলাধুলার সরঞ্জাম ব্যবহার করে আসছিল। জার্মানির নুরেমবার্গ শহরের কাছাকাছি অঞ্চল হের্ৎগেনাউরাখে অ্যাডিডাসের সদর দপ্তর। ১৪ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ সামনে রেখে অ্যাডিডাসের সদর দপ্তরকে নিজেদের ‘টিম বেস’ হিসেবে ব্যবহার করছে জার্মানি ছেলেদের জাতীয় দল। ডিএফবির এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই অ্যাডিডাস কর্তৃপক্ষের অবাক হওয়ার কথা। কারণ, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক অনেক বছরের, আর সেটি ছিন্ন করে ডিএফবি কি না নতুন স্পনসর হিসেবে বেছে নিয়েছে অ্যাডিডাসেরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নাইকিকে!
তবে এখনো অ্যাডিডাসের পক্ষ থেকে সেভাবে কিছু বলা হয়নি। গতকাল সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে অ্যাডিডাসের পক্ষ থেকে শুধু বলা হয়েছে, ‘ডিএফবি আজ (কাল) আমাদের জানিয়েছে, ২০২৭ সাল থেকে অ্যাসোসিয়েশন নতুন সরবরাহক পাবে।’ ব্যাপারটা বার্লিন প্রশাসনে সম্ভবত বড় ধাক্কা দিতে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।
জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর রবার্ট হাবেক এ নিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপিকে পাঠানো বিবৃতিতে বলেছেন, ‘তিনটি স্ট্রাইপ (অ্যাডিডাসের ট্রেডমার্ক) ছাড়া জার্মানির জার্সি আমি কল্পনাই করতে পারি না। আমার কাছে অ্যাডিডাস এবং কালো-লাল-সোনালি (জার্সি) সব সময়ের জন্য সমার্থক। এত দিনের এই জুটি জার্মানির পরিচয়ের অংশ।’
জার্মানির অর্থনীতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো কঠিন সময় পার করছে। এর মধ্যে জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নাইকির জুটি বাঁধাকে মেনে নিতে পারছেন না হাবেক। স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, ‘জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে আরেকটু দেশপ্রেম আশা করেছিলাম।’
জার্মানি ছেলেদের জাতীয় দলের জেতা চারটি বিশ্বকাপ, তিনটি ইউরো শিরোপা অ্যাডিডাসের সঙ্গে পথচলাতেই। জার্মানির মেয়েদের জাতীয় দলও দুটি বিশ্বকাপ ও আটটি ইউরো শিরোপা জিতেছে অ্যাডিডাসকে সঙ্গে নিয়েই।
ডিএফবি অবশ্য নাইকির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ বিবৃতি দিয়েছে, ‘আবেগটা আমরা বুঝি। অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে আমাদের জন্যও এটা বিরাট পরিবর্তন। কারণ, ৭০ বছরের বেশি সময়ব্যাপী এই অংশীদারত্বকে রাঙিয়ে দিয়েছে অনেক বিশেষ মুহূর্ত এবং সেসবের ইতিও ঘটল। আমরাও যে খুব স্বস্তি বোধ করছি, তা নয়।’ বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মানিতে ফুটবলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে ডিএফবি। জার্মানিতে প্রায় ২৪ হাজার ক্লাব এবং ২২ লাখ সক্রিয় ফুটবলার আছেন। ডিএফবি জানিয়েছে, তারা সদস্য ক্লাব ও খেলোয়াড়দের একদম তৃণমূল পর্যায়ে টাকা বিনিয়োগ করতে চায়, যেন ফুটবল খেলাটা সাধারণ মানুষের খেলা হিসেবে আরও বড় হয়ে ওঠে। ডিএফবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক জায়গা থেকে সিদ্ধান্তটি নিতে হয়েছে ডিএফবিকে। বৈষম্যহীন ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অনেকের চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক প্রস্তাব দিয়েছে নাইকি।’

নেইমারের পরিবার হাত গুটিয়েছে, কারামুক্তিতে দেরি আলভেজের

আপনজন ডেস্ক: ধর্ষণ মামলায় দণ্ডিত দানি আলভেজ গত বুধবার বার্সেলোনার আদালতে জামিন পেয়েছেন। যেসব শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল মুচলেকা হিসেবে ১০ লাখ ইউরো (প্রায় ১২ কোটি টাকা) প্রদান। তবে স্পেনের সময় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেই টাকা দিতে পারেননি আলভেজ। নেইমারের পরিবার বিচার চলার সময় অর্থ দিয়ে সহায়তা করলেও এ যাত্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে।
ব্রাজিলিয়ান তারকার বাবা নেইমার সিনিয়র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, স্পেনের আদালত থেকে আলভেজকে জামিনে বের করে আনতে প্রয়োজনীয় ১০ লাখ ইউরো দেবে না তাঁর পরিবার।
বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে নেইমার সিনিয়র বলেছেন, বিচারকার্য চলার সময় আলভেজকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে। কিন্তু এখন আর তাঁরা আলভেজকে সাহায্য করবেন না। কারণ, আলভেজ ধর্ষণের মামলায় দোষী প্রমাণিত হয়ে দণ্ড পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সোজাসাপটা, ‘আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য বিষয়টি এখানেই শেষ। ফুল স্টপ।’
তবে বিবৃতিতে নেইমারের বাবা উল্লেখ করেননি, আলভেজকে সাহায্য করতে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল।
নেইমারের বাবার যুক্তি, বার্সেলোনার আদালতে তিন বিচারকের প্যানেল আলভেজের রায় দিয়েছেন, তাই এখন ‘পরিস্থিতি ভিন্ন’। পারিবারিক এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘স্পেনের আদালত রায় দেওয়ার পর এই বিষয়ের সঙ্গে আমার এবং আমার ছেলের নাম জড়ানোর একটা চেষ্টা হয়েছে, যা এখন আর আমাদের আওতার মধ্যে নেই।’
নেইমারের বাবা বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি আশা করেন আলভেজ ‘যেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন, সেগুলো নিজের পরিবারেই পাবেন।’
ব্রাজিল জাতীয় দলের পাশাপাশি পিএসজি ও বার্সেলোনায় নেইমার-আলভেজ একসঙ্গে খেলেছেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার এক নৈশক্লাবে ধর্ষণের অভিযোগে পরের মাসে আটক হন আলভেজ। এর পর থেকে সেখানেই আছেন তিনি। দীর্ঘ তদন্তপ্রক্রিয়া শেষে গত মাসে তিন দিনের বিচারিক কার্যক্রম শেষে আলভেজকে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি দেড় লাখ ইউরো জরিমানাও করেন আদালত। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএল জানিয়েছে, জরিমানার টাকাটা নেইমারের পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।
ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে আলভেজ যে সাজা পেয়েছেন, সেটি স্পেনের আইন অনুযায়ী তেমন বড় কোনো শাস্তি নয়। এই অপরাধে স্পেনে সাধারণত ৪ থেকে সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি হয়।
বার্সেলোনার আদালত আলভেজের মামলার রায় দেওয়ার সময় জানিয়েছিলেন, সাবেক বার্সা তারকার প্রতি একটু সদয় হয়েই এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ, ‘বিচারকার্য শুরুর আগে তিনি ভুক্তভোগীকে দেওয়ার জন্য আদালতে বিনা শর্তে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো জমা দিয়েছেন।’
বার্সেলোনার আদালত রায় দেওয়ার আগেই একবার জামিনের আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন আলভেজ। আদালত ভেবেছিলেন, আলভেজ ব্রাজিলে পালিয়ে যেতে পারেন। আর ব্রাজিলও বিদেশে অপরাধ সংঘটনের পর তাদের কোনো নাগরিক দেশে ফিরলে বিদেশের বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তর করে না।
আলভেজ জামিন পাওয়ার পর শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ব্রাজিল ও স্পেনের পাসপোর্ট হস্তান্তর করতে হবে। তিনি স্পেনও ছাড়তে পারবেন না। অবশ্য বার্সেলোনা শহরে থাকার জন্য নিজস্ব বাসস্থান আছে আলভেজের।

৯ বছরের দণ্ড ভোগ করতে আটক রবিনিও

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক খেলোয়াড় রবিনিও গতকাল ব্রাজিলে গ্রেফতার হয়েছেন। ২০১৩ সালে ইতালিতে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে রবিনিওকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেন ইতালির আদালত। রায়ের আগে রবিনিও ইতালি ছেড়ে যাওয়ায় ব্রাজিল সরকারকে শাস্তি কার্যকরের আহ্বান জানায় ইতালির সর্বোচ্চ আদালত। পরশু ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ার আদালত রায় দেন, রবিনিওকে অবিলম্বে ব্রাজিলেই সাজা খাটতে হবে। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
সাজাটা যেন এখনই না খাটতে হয় সেই চেষ্টা করেছেন রবিনিও। কিন্তু ৪০ বছর বয়সী সাবেক এই ফরোয়ার্ডের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক লুইস ফিউক্স। তিনি রায়ে বলেন, ‘শাস্তি বহাল আছে…তাই সে (রবিনিও) এই কারাভোগ শুরু করতে পারে।’
সান্তোসের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল শহরের ফেডারেল পুলিশ গতকাল স্থানীয় সময় রাতে বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘রবসন ডি সউজার (রবিনিও) বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে। আসামির শারীরিক পরীক্ষা করা হবে (মেডিকেল লিগ্যাল ইনস্টিটিউটে) এবং শুনানিও হবে। এরপর তাকে সংশোধনাগারে পাঠাতে হবে।’
ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে খেলার সময় ২০১৩ সালে মিলানের এক নৈশ ক্লাবে আলবেনিয়ান এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে রবিনিওর বিরুদ্ধে। সেই নারী নিজের ২৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে ওই নৈশ ক্লাবে গিয়েছিলেন। এ নিয়ে ইতালিতে মামলা এবং ২০১৭ সালে রায় হওয়ার পর ২০২০ সালে আপিলে হেরে যান রবিনিও। ইতালির সর্বোচ্চ আদালত ২০২২ সালে রবিনিওর শাস্তি বহাল রাখার পর তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ইতালিয়ান কৌঁসুলিরা।
মার্তিনেজ-আলভারেজ
বিদেশে অপরাধ সংঘটনের পর ব্রাজিলের কোনো নাগরিক তাঁর দেশে ফিরলে বিদেশের বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করে না দেশটির সরকার। তাই ইতালির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, রবিনিওর শাস্তি যেন ব্রাজিলেই কার্যকর করা হয়। আর সেটারই চূড়ান্ত রায় হিসেবে গত বুধবার ইতালির সর্বোচ্চ আদালতের দাবির সঙ্গে একমত হয় ব্রাসিলিয়ার আদালত। অর্থাৎ, রবিনিওকে ব্রাজিলেই ৯ বছর সাজা খাটতে হবে। ৯-২ ভোটে এ বিষয়ে একমত হয় ব্রাসিলিয়ার আদালত।
গতকাল আদালতের সভাপতি মারিয়া থেরেজা ডি আসিস মউরা কাগজপত্রে সই করার পর রবিনিওর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
রবিনিওর আইনজীবী ব্রাসিলিয়ার আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ‘হেবিয়াস কর্পাস’ রায় পেতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন যেন তাঁর মক্কেল মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

ব্রাজিল কোচ দরিভাল বলেছেন, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র আবারও বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হলে তাঁর দলকে ‘কঠোর পদক্ষেপ’ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মন্তব্যটি এমন সময়ে করেছেন, যখন ইংল্যান্ড ও স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় ব্রাজিল। এর মধ্যে স্পেনের মাটিতে লাগাতারভাবে হয়রানির শিকার হয়ে আসছেন ভিনিসিয়ুস।

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ জাভি

আপনজন ডেস্ক: অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে লাল কার্ড দেখার পর আরো বড় শাস্তি পেলেন জাভি এর্নান্দেস। লাল কার্ডের জেরে এবার লা লিগায় দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন বার্সেলোনা কোচ। একই সঙ্গে জাভিকে ৬০০ ইউরো ও ক্লাবকে ৭০০ ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কম্পিটিশন কমিটি।
অ্যাতলেতিকো মাঠে সেদিন ৩-০ গোলে জিতেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু প্রথমার্ধে কয়েকবার উত্তেজিত হতে দেখা যায় জাভিকে। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন তিনি। ফলে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুইবার হলুদ কার্ড দেখে ডাগ আউট ছাড়তে হয়েছে তাঁকে।
ধারণা করা হচ্ছিল, তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পাবেন জাভি। সে ক্ষেত্রে মিস করতে হতো আগামী মাসে এলক্লাসিকো লড়াই। কিন্তু তা হয়নি। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ায় এলক্লাসিকোর লড়াইয়ে ডাগ আউটে থাকবেন জাভি। আন্তর্জাতিক বিরতির পর লাস পালমাস ও কাদিসের বিপক্ষে ম্যাচে ডাগ আউটে থাকতে পারবেন না জাভি। ২১ এপ্রিল রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফিরবেন তিনি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**